Contents

১৬শ বর্ষ/৭ম সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৭৭ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

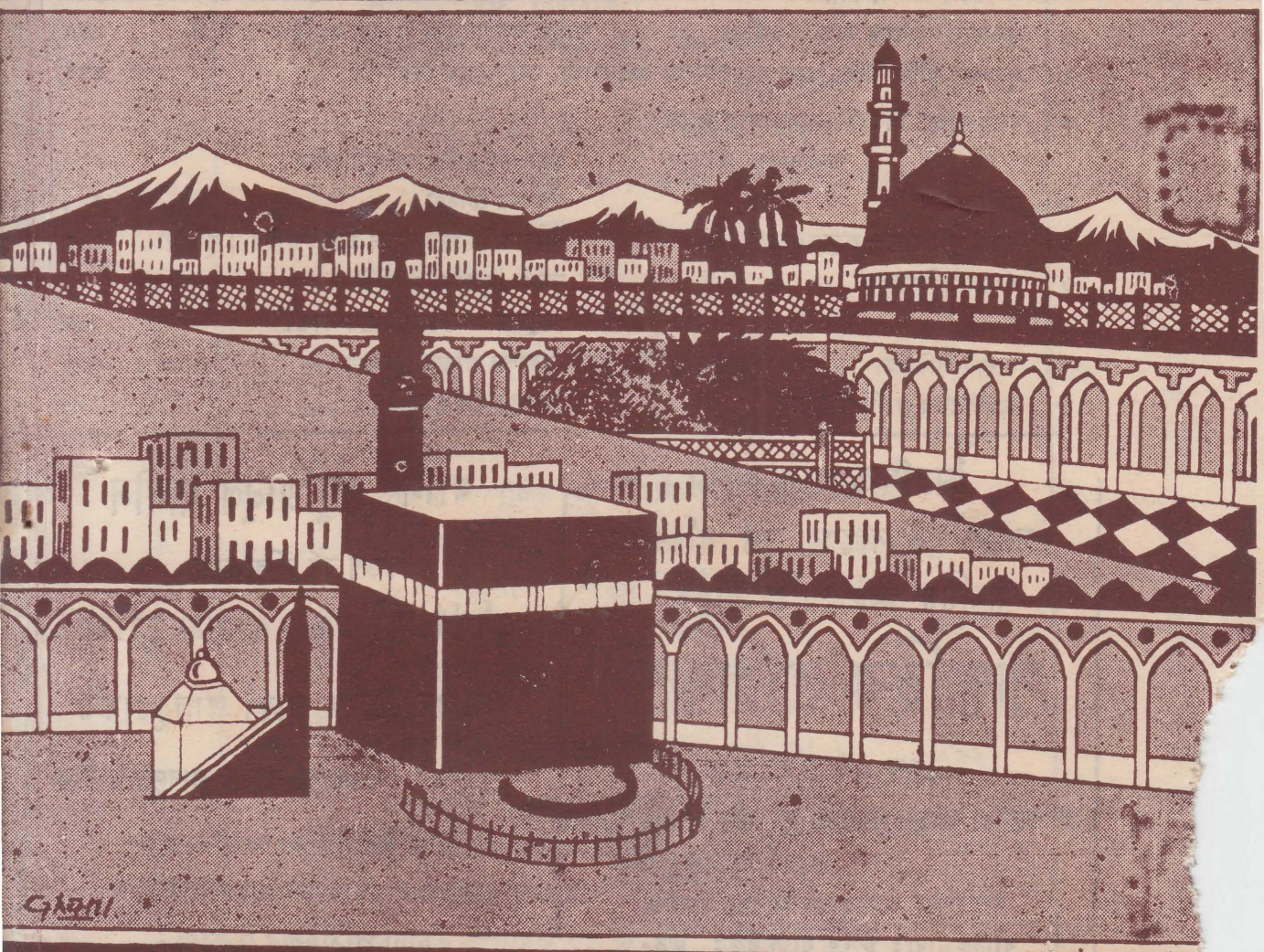

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

ভাদ্র-আশ্বিণ ১৩৭৭ বাংলা | রজব ১৩৯০ হিঃ | সেপ্টেম্বর ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	২৮৫
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ যুসুফ দেওবন্দী	২৯৩
৩।	আবূ যাররে গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অর্থনৈতিক মতবাদ	অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম	৩০০
৪।	রবীন্দ্র নাথ	বিশ্বেশ্বর চৌধুরী	৩০৪
৫।	একটি মুজিযাহ—প্রত্যুপকার	আবু রাইহান মুহাম্মদ আলী হাইদার মুর্শিদী	৩১৩
৬।	সন্তান প্রতিপালন	মূল ঃ মুস্তাফা সাবায়ী অনুবাদ ঃ মাওলা বখ্‌শ নদভী	৩১৭
৭।	সংবাদ পরিক্রমা	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩১৯
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৵০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির অগ্রায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৪শ বর্ষে চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০ ষান্মাষিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত,

৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৭ বংগাব্দ ; রজব ১৩৯০ হিঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ	৭ম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

১৫। কোনক্রমেই উহা হইবে না। নিশ্চয় উহা হইতেছে অগ্নিশিখা।

١٥- كلا إنها لظى •

১৫। إنها ঃ নিশ্চয় উহা। ইহার মধ্যে 'হা' (ها : উহা) সর্বনামটি ১১ নং আয়াতে উল্লিখিত 'আযাব' শব্দের পরিবর্তে আনা হইয়াছে। প্রশ্ন উঠে, 'আযাব' শব্দটি পুংলিংগ ; তবে তাহার স্থলে 'হা' স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম আনা সঙ্গত হয় কেমন করিয়া? জওাব এই—সর্বনাম ও সংকেতসূচক বিশেষ্য (যথা, হাযা। হাযিহী ইত্যাদি শব্দ) যাহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহার অনুরূপ লিঙ্গেও ব্যবহৃত হয় এবং ঐ সর্বনাম ও সংকেত সূচক বিশেষ্যের বিধেয় (خبر) পদের লিংগের অনুরূপ লিংগেও ব্যবহৃত হয়। যথা, 'যানিকা বুর্‌হানানি' (২৮ ঃ ৩২) ঃ এই দুইটি হইতেছে দুইটি প্রমাণ—এই বাক্যে 'এই দুইটি' বলিয়া যে বস্তু দুইটিকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৬। উহা (প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিবে) হস্তপদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও মস্তকের চামড়া-মাংস টানিয়া নিঃশেষকারী অবস্থায়,

১৭। উহা ডাক দিবে যে কেহ পশ্চাতে অপসরণ করিল ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল তাহাকে

১৮। এবং যে কেহ সংগ্রহ করিল ও গচ্ছিত রাখিল তাহাকে।

১৯। নিশ্চয় মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে দুঃখ-কষ্টে বিলাপকারী ও সুখ-সম্পদে কৃপণরূপে।

১৬- نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۔

১৭- تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۔

১৮- وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۔

১৯- اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۔

বুঝানো হইয়াছে তাহা হইতেছে 'আসা ও স্বাদ এবং এই দুই শব্দই হইতেছে স্ত্রীলিংগে, অথচ তাহাদের স্থলে 'যানিকা' (: এই দুইটি) শব্দটি পুংলিংগে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার বিধেয় 'বুরহান' শব্দটি পুংলিংগ হওয়ার কারণে। অনুরূপভাবে এখানে 'লাযা' বিধেয় শব্দটি স্ত্রীলিংগ বাচক হওয়ার কারণে 'হা' স্ত্রীলিংগবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৬। نَزَّاعَةً : আমাদের পাঠ 'নায্যা-'আতান্' মান্সূব অবস্থায়; আর অপর পাঠ হইতেছে 'নায্যা'আতুন্' মারফূ' অবস্থায়। মারফূ' অবস্থায় কয়েক প্রকার পদ বিন্যাস করা হয়, তন্মধ্যে ইহাকে 'ইন্না' অব্যয়ের দ্বিতীয় বিধেয় ধরাই সমধিক সঙ্গত। অনুরূপভাবে আমাদের মান্সূব পাঠের বেলায়ও একাধিক প্রকার পদবিন্যাস করা হয়, তন্মধ্যে ইহাকে 'লাযা' শব্দের অর্থের মধ্যে উহ্য 'তাতালায্যা' ক্রিয়ার হাল (حال) ধরাই সমধিক সঙ্গত। মূলে তদনুযায়ী তারজামাহ করা হইয়াছে।

الشَّوٰى : (শাওা)। ইহা শাওাত (شَوَاةٌ) এর বহু বচন, ইহার অর্থ দুই হাত ও দুই পা এই চারিটি অঙ্গ। তাহা ছাড়া 'শাওা' শব্দটি 'মাথার চামড়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

১৭। تَدْعُوْا : সে ডাক দিবে। এই 'ডাক দেওয়া' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মুহাদ্দিসূন ও খাঁটি ধর্মতাত্ত্বিকগণ বলেন যে, কিয়ামাত দিবসে জাহান্নাম স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় 'ওহে কাফির', 'ওহে মুনাফিক' বলিয়া কাফির ও মুনাফিকদিগকে ডাকিতে থাকিবে এবং তারপর শস্যকণা সংগ্রহ করার মত তাহাদিগকে গিলিতে থাকিবে। মু'তাযিলাহ এবং যাহারা বিবেককে প্রাধান্য দেন তাঁহারা বলেন যে, এই প্রকার স্থলে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাই তাহারা ইহার অর্থ করেন, কাফির ও মুনাফিকেরা জাহান্নামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার তৃতীয় তাৎপর্য এই যে, জাহান্নামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 'যাবানিয়াহ' ডাক দিবে। ইহার চতুর্থ তাৎপর্য এই যে, এখানে 'তাদ্'উ' এর অর্থ 'ধ্বংস করিবে' লওয়া যাইতে পারে। কেননা এই ক্রিয়াটি 'ধ্বংস করা' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৯। الْاِنْسَانَ : এখানে 'ইন্সান' বলিয়া 'মানব জাতি' বুঝানো হইয়াছে।

هَلُوْعٌ : (হালূ') এই শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরের আয়াত দুইটিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তদনুযায়ী তারজামাহ করা হইল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২০. إذا مسه الشر جزوعا ٠

২১. وإذا مسه الخير منوعا ٠

২২. إلا المصلين ٠

২৩. الذين هم على صلاتهم دائمون ٠

২৪. والذين في أموالهم حق معلوم ٠

২৫. للسائل والمحروم ٠

২০। তাহাকে যখন অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত বিলাপকারী হয়,

২১। এবং তাহাকে যখন মঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে উহা অত্যন্ত আটককারী (কৃপণ) হয়.

২২। ঐ সলাত সম্পাদনকারী মুসল্লীগণ বাদে—

২৩। যাহারা নিজ নিজ সলাতে স্থায়ী থাকে,

২৪। এবং যাহারা তাহাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত অংশ বরাদ্দ রাখে

২৫। যাচনাকারী ও রিক্তের জন্য,

২০—২১ خير ও شر : অমঙ্গল ও মঙ্গল বলিয়া যথাক্রমে ধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ও দারিদ্র, রোগ প্রভৃতি বুঝানো হইয়াছে।

২৩। ১৯—২১ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মানুষের প্রকৃতি এই যে, সে দুঃখে কষ্টে অস্থির হইয়া উঠে এবং সুখে সম্পদে সবই একাই ভোগ করিতে চায়। কাহাকেও নিজের সুখের অংশীদার করিতে চায় না। ২২ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, এই বদস্বভাবের একমাত্র ব্যতিক্রম হইতেছে মুসল্লীগণ। কিন্তু সকল মুসল্লীই ব্যতিক্রম নয়। যে সব মুসল্লীর মধ্যে আটটি বিশেষ গুণ পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাহারাই এই বদ স্বভাব হইতে মুক্ত। সেই গুণগুলি এই আয়াত হইতে ৩৪ নং পর্যন্ত আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। গুণগুলি এই—

(এক) সলাতে স্থায়ী থাকা, (দুই) যাকাত দান করা, (তিন) প্রতিদান দিবসে বিশ্বাসী থাকা, (চারি) আল্লাহের শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা, (পাঁচ) নৈতিক চরিত্রকে অবৈধ যৌন সম্পর্ক হইতে রক্ষা করা, (ছয়) আমানাত ও চুক্তি পালন করা, (সাত) সাক্ষ্যাদি ব্যাপারে অবিচলিত থাকা এবং (আট) সলাতকে রক্ষা করা।

গুণগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে সলাত সম্পর্কিত গুণ রহিয়াছে দুইটি—একটি এই আয়াতে এবং অপরটি ৩৪ নং আয়াতে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা সলাতে স্থায়ী থাকে। পক্ষান্তরে অপর আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা সলাতকে রক্ষা করে। প্রথম গুণটির তাৎপর্য এই যে, তাহারা 'অতি উত্তম'ভাবেই হউক, আর 'চলনসই' ভাবেই হউক—যেভাবেই হউক না কেন চিরদিন দৈনিক পাঁচবার সলাত সম্পাদন করে। আর দ্বিতীয় গুণটির তাৎপর্য এই যে, (তাহারা সর্বদা সলাত সম্পাদন করুক আর নাই করুক) তাহারা যখনই সলাত সম্পাদন করে তখনই সলাতের যাবতীয় অঙ্গ—ফারয, সুনান ও মুসতাহাব, সলাতের বাহ্যিক আকার ও রূপ এবং আভ্যন্তরীণ আন্তরিকতা, বিনয় নম্রতা ইত্যাদি পরিপূর্ণরূপে পালন করে। ফলে উভয় গুণের একত্র সমাবেশের তাৎপর্য এই দাঁড়াইল যে, তাহারা 'অতি উত্তম' ভাবে 'সর্বদা' সলাত সম্পাদন করে।

২৪—২৫। حق معلوم : নির্ধারিত অংশ বরাদ্দ।

এই দুই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তাহারা যাকাত দান করে। 'নির্ধারিত' অংশ হইতেছে যাকাত ও যাকা-

www.ahlehadeethbd.org

২৬। এবং যাহারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলিয়া মানে,

২৭। এবং যাহারা তাহাদের রাব্বের শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে,

২৮। নিশ্চয় তাহাদের রাব্বের শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না।

২৯। এবং যাহারা তাহাদের যৌন অঙ্গকে (অবৈধ মিলন হইতে) রক্ষাকারী হইয়া থাকে,

৩০। তাহাদের স্ত্রীগণ ও যে সব স্ত্রীলোকের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত সেই সব স্ত্রীলোকের ব্যাপার বাদে—কেননা তাহারা (তাহাদের ব্যাপারে) তিরস্কৃত হইবার নহে।

٢٦- والذين يصدقون بيوم الدين ٠

٢٧- والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ٠

٢٨- ان عذاب ربهم غير مامون ٠

٢٩- والذين هم لفروجهم حفظون ٠

٣٠- الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ٠

তুল্ ফিত্‌র্। তাহা ছাড়া আর কোন দানই নির্ধারিত অংশ নয়।

السائل والمحروم : যাচ্‌নাকারী ও রিক্ত। এই বলিয়া দুই প্রকার অভাব অনটন-গ্রস্ত লোককে বুঝানো হইয়াছে। অভাবগ্রস্ত লোক দুই শ্রেণীর। একদল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অপর লোকের নিকট নিজেদের অভাবের কথা ব্যক্ত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কৃপা ও দান প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহারাই হইতেছে 'সায়িল', 'যাচ্‌নাকারী' এবং আমাদের ভাষায় তাহারা হইতেছে 'ভিক্ষুক'। আর অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে এমনও বহু লোক থাকে যাহারা দিনের পর দিন অনাহারে কাটাইতে থাকিলেও সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের অভাবের কথাও কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না। তাহাদিগকেই এই আয়াতে 'আল্ মাহরূম' বলা হইয়াছে। ইহাদের পরিচয় অপর একটি আয়াতে এই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে,

يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف

"ভিক্ষার জন্য হস্তপ্রসারণ হইতে নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকে তাহাদিগকে ধনবান মনে করে" —২ : ২৭৩।

২৬। يوم الدين : প্রতিদানের দিন।

'য়াওমুদ্দীন' বলিয়া পরকালে পুনর্জীবন, পৃথিবীতে সম্পাদিত কর্মাকর্মের বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বুঝানো হইয়াছে।

২৭—২৮। রাব্বের শাস্তির ভয় দুই কারণে মনে উদয় হয়। কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে অথবা নিষিদ্ধ কাজগুলি হইতে পূর্ণ মাত্রায় বিরত থাকা ব্যাপারে অবহেলা-ঔদাসীন্যের কারণে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই এই ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অবহেলা-ঔদাসীন্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। কাজেই কর্তব্যগুলি সে যতই যথাযথভাবে সম্পাদন করুক না কেন এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলি হইতে সে যতই বিরত থাকিতে চেষ্টা করুক না কেন তাহার অন্তরে সব সময়ই আল্লাহের শাস্তির ভয় বর্তমান থাকিতে বাধ্য। তাই বলা হয়, "আল্ ঈমানু বাইনাল্ খাওফি ওয়ার্‌রাজা" ভয় ও আশা—এই দুইয়ের মাঝে রহিয়াছে ঈমান। আল্লাহের শাস্তি হইতে নিশ্চিন্ত হইলেও যেমন ঈমান থাকে না, সেইরূপ আল্লাহে দয়া হইতে নিরাশ হইলেও ঈমান থাকে না।

৩০। ازواج : বিবাহিতা স্ত্রীগণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩১। فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ •

৩২। وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ •

৩৩। وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ •

৩৪। وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ •

৩৫। اُولٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ •

৩১। অনন্তর যাহারা উহার অতিরিক্ত চায় তাহারাই হইতেছে সীমা লঙ্ঘনকারী।

৩২। আর যাহারা তাহাদের আমানাত সমূহকে ও চুক্তিকে রক্ষাকারী হইয়া থাকে।

৩৩। আর যাহারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহে স্থির থাকে।

৩৪। এবং যাহারা তাহাদের নামায যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে।

৩৫। সেই মুসল্লীগণই (আল্লাহের সান্নিধ্যে) সম্মানিত, জান্নাতসমূহে অবস্থিত।

ما ملكت ايمانهم : তাহাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে। এই কথা বলিয়া জিহাদে লব্ধ দাসী অথবা জিহাদে হস্তগত দাসদাসীর বংশধর দাসীদিগকে বুঝানো হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রকার দাসী বিরল। বর্তমানকালে গরীবদের কোন কোন মেয়েকে টাকা দিয়া গোপনে ক্রয় করা হয়। এই ক্রয় ও বিক্রয় উভয়ই বাতিল বা ব্যর্থ। এইরূপ ক্রয়ের ফলে ঐ মেয়ে শারী'আত বর্ণিত দাসীতে পরিণত হয় না। কাজেই শারী'আতের বিধান অনুসারে তাহাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া তাহাদের সহিত যৌন মিলন হারাম।

৩২। امانات : আমানাতসমূহ। কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট যাহা সাময়িক ভাবে জমা রাখা হয় তাহাকে আমানাত বা আমানাতী জিনিষ বলা হয়। এই আমানাত যেমন টাকা-পয়সা, অলংকার-গয়না প্রভৃতি জড় পদার্থ হইয়া থাকে সেইরূপ কোন তথ্য বা দায়িত্বও আমানাত হইতে পারে।

عهد : চুক্তি। وعد হইতেছে প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতির জন্য এক পক্ষ হইলেও চলে কিন্তু 'আহদ বা চুক্তির জন্য দুই পক্ষ প্রয়োজন। ইহাই হইতেছে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৩৩। شهادات : সাক্ষ্যসমূহ। ইহার অপর পাঠ হইতেছে شهادة (একবচনে) : সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্যসমূহ বলিয়া বিচারকের সামনে সাক্ষ্য' বুঝান হইয়াছে এবং ঐ সাক্ষ্য বহু প্রকারের হয় বলিয়া ইহা বহু বচনে পাঠ সঙ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা সত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে, সাক্ষ্য গোপন করে না।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর। সাক্ষ্য এক প্রকার আমানাত। কাজেই উহা পূর্ব আয়াতের আওতায় পড়ে। তবে ইহার উল্লেখ আবার করা হইল কেন? ইহার দুইটি জওয়াব দেওয়া যায়। (এক) যদিও ইহা আমানাতের আওতায় পড়ে তবুও সাক্ষ্য দ্বারা যেহেতু নানা প্রকার অধিকার প্রমাণিত হয় এবং সাক্ষ্য না দিলে অথবা সাক্ষ্য গোপন করিলে বহু অধিকার নষ্ট হইয়া যায় এই কারণে ইহার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষ্যে অটল থাকিবার কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। (দুই) এখানে সাক্ষ্য বলিয়া আল্লাহের একত্বের সাক্ষ্য দান বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩৫। اولئك : তাহারা। উল্লিখিত আট গুণে বিভূষিত মুসল্লীদের দুইটি পরিণামের কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে। একটি পরিণাম এই যে, তাহারা আখিরাতে জান্নাতসমূহে বাস করিবে। অপরটি এই যে, তাহারা ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

৩৬। যাহারা অবিশ্বাস করিল তাহাদের কী হইল যে, তাহারা তোমার পানে দ্রুতবেগে ধাবমান অবস্থায়

৩৬। فمال الذين : অনন্তর উহাদের কি হইল? কুর্‌আন মাজীদের নিজস্ব একটি লিখন পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতি কোন সাধারণ নিয়মে পড়ে না। যথা, অক্ষরের উপরে খাড়া আলিফ দেওয়া, সলাত যাকাত প্রভৃতি শব্দে সাধারণতঃ একটি و লেখা ইত্যাদি। আবার একই শব্দ কুর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারে লিখিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ এই :

(ক) মাশ্যারিক শব্দ ৭ : ১৩৭ ও ৩৭ : ৫ এই দুই স্থানে 'শীন' এর পরে আলিফ এবং এই সূরাহ : ৪ আয়াতে উপরে আলিফ।

মাগারিব শব্দ ৭ : ১৩৭ আয়াতে 'গাইন' এর পরে আলিফ এবং এই সূরাহ : ৪০ আয়াতে উপরে আলিফ।

(খ) নি'মাত শব্দটি ২ : ২৩১, ৩ : ১০৩, ৫ : ১১ এবং আরও কয়েক স্থানে লম্বা (ت) যোগে লেখা হয় অথচ ২ : ২১১, ৫ : ২০ এবং আরও কয়েক স্থানে ছোট তা (ة) যোগে লেখা হয়।

(গ) সলাত শব্দটি সচরাচর ওাও (و) যোগ করিয়া লেখা হয় কিন্তু উহার সহিত সর্বনাম যোগ হইলে ওাও (و) লেখা হয় নাই। যথা, صلاتك, صلاتهم ইত্যাদি।

(ঘ) 'আল্‌লাইল' শব্দটি আমরা সাধারণতঃ দুইটি লাম যোগে অর্থাৎ اللّيل লিখি; কিন্তু কুর্‌আনে উহা একটি লাম যোগে অর্থাৎ اليل লেখা হয়।

অনুরূপভাবে 'লি' (ل) অব্যয়টি কুর্‌আনে এবং সাধারণ পদ্ধতিতে পরবর্তী শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া লেখা হয়। যথা লি+আল্লাহ লেখা হয় لله ; লি+আল্‌লাযীনা লেখা হয় للذين ; কিন্তু কুর্‌আন মাজীদের কোন কোন স্থানে এই 'লাম'

٣٧- فمال الذين كفروا قبلك مهطعين •

অব্যয়টিকে আলাদা করিয়া লেখা হয়। যথা লিহাযা (لهذا) কুর্‌আন মাজীদের চারি স্থানে আছে তন্মধ্যে দুই স্থানে 'লাম' অব্যয়টি যুক্ত অবস্থায় লিখিত হইয়াছে আর দুই স্থানে (১৮ : ৪৯ ও ২৫ : ৭) ভিন্ন ভাবে ل هذا লেখা হইয়াছে। সেইরূপ এই 'লাম' অব্যয়টী 'আল্‌লাযীনা' এর সহিত সচরাচর যুক্তভাবে للذين লেখা হয়। এই আয়াতে 'লাম' অব্যয়টিকে 'আল্‌লাযীনা' হইতে আলাদা করিয়া লেখা হইয়াছে। 'লিল্‌লাযীনা' ও ইহার অর্থ একই।

مهطعين ? দ্রুতবেগে ধাবমান। আহ্‌তা'আ (اهطع) শব্দের অর্থ 'গ্রীবা প্রসারিত করিল'। উট ঘোড় প্রভৃতি জন্তু দ্রুতবেগে দৌড়াইবার সময় গ্রীবা প্রসারিত করিয়া থাকে বলিয়া ইহার অর্থ হয় 'দ্রুতবেগে ধাবিত হইল' করা হয়।

এই আয়াতে উল্লেখিত কাফিরেরা আয়াতসমূহ সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাশা ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিদ্রূপ করিবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার পানে দ্রুত ধাবিত হইত। আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এই বলা হয় যে, মুনাফিকেরা দলে দলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহার কথা মন দিয়া শুনিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। তাহারা মুমিনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিত, ইহারা যদি মুহাম্মাদের উক্তি অনুযায়ী জান্নাতে যায় তাহা হইলে আমরা তাহাদের জান্নাতে যাইবার পূর্বেই জান্নাতে গিয়া থাকিব। মুনাফিকদের এই উক্তির প্রতিবাদে এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলি নাযিল হয়।

www.ahlehadeethbd.org

৩৭। তোমার ডানে ও তোমার বামে দলে দলে সমাগত?

৩৮। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে আনন্দময় জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে?

৩৯। ইহা কোনক্রমেই ঠিক নহে। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পয়দা করিয়াছি এমন কিছু হইতে যাহা তাহারা জানে।

٣٧- عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

٣٨- أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

٣٩- كَلَّا إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৭। عِزِيْنَ : দলে দলে। এই শব্দ ও ইহার অনুরূপ শব্দ عِضِيْنَ (১৫ : ৯১) সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহাদের একবচন 'ইয তুন্ عِزَةٌ ও عِضَةٌ যথাক্রমে عِزْوٌ ও عِضْوٌ ছিল। অর্থাৎ ইহাদের শেষ অক্ষর ওাও (و) ছিল। عِزَةٌ ও عِضَةٌ এর বহুবচন করিতে গিয়া শেষে ون যোগ করিয়া عِزُوْنَ ও عِضُوْنَ করা হয়। 'নাসাব' অবস্থায় থাকার কারণে কুর্আনে عِزِيْنَ ও عِضِيْنَ ব্যবহৃত হইয়াছে। عِزَةٌ এর অর্থ 'দশ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যার দল বিশেষ' এবং عِضَةٌ এর অর্থ খণ্ড। বলা হয় যে, ঐ মুনাফিকদের পাঁচটি ব্যাচ বা দল ছিল।

৩৮। আয়াতটিতে মুনাফিকদের জান্নাতে প্রবেশ করার উক্তিটির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকেরা যখন পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন লাভেই বিশ্বাস করে না তখন তাহাদের মুখে জান্নাতে প্রবেশ লাভের কথাই উঠিতে পারে না। তদুপরি ইহা কেমন কথা যে, তাহারা, জান্নাতে, পরকালে, আল্লাহে আল্লাহের রাসূলে ঈমান না আনিয়াই আল্লাহের জান্নাতে প্রবেশ করিবার আশা করে?

৩৯। كَلَّا : ইহা কোন ক্রমেই ঠিক নহে। 'কাল্লা' শব্দটি অস্বীকৃতিসূচক শব্দ। এখানে ইহা দ্বারা কোন্ বিষয়ের অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে? আপাত: দৃষ্টিতে ইহা মুনাফিকদের জান্নাতে প্রবেশের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা পরকালে পুনর্জীবন লাভে অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই যে, কুর্আন মাজীদের এই স্থানে আদি সৃজনের উল্লেখ করিয়া পরে বর্তমান মানব জাতিকে ধ্বংস করিয়া অপর বাধ্য জাতি সৃজন করার হুমকি দেওয়া হইয়াছে আর যেখানেই এইরূপ করা হইয়াছে সেইখানেই পুনর্জীবন লাভের যুক্তি স্বরূপ ইহার অবতারণা করা হইয়াছে।

مِمَّا يَعْلَمُوْنَ : এই বাক্যাংশটির তিন প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) তাহারা জানে যে, তাহাদিগকে শুক্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইতে পয়দা করিয়া ক্রমে ক্রমে রক্তপিণ্ড, মাংসপিণ্ডের মাধ্যমে তাহাদিগকে বর্তমান আকার ও রূপ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই মূল হিসাবে সকলেই সমান। তাহারা উত্তম ও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে পার্থক্যের কারণে এবং ঈমান ও আদেশপালনযোগে তাহারা জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। (দুই) ইহার তাৎপর্য হইতেছে مِّنْ اَجْلِ مَا يَعْلَمُوْنَ 'তাহাদিগকে কিসের কারণে পয়দা করা হইয়াছে তাহা তাহারা জানে।' অর্থাৎ তাহাদিগকে আদেশ নিষেধ পালনের জন্য এবং তাহাদিগকে পুরস্কার ও শাস্তি দিবার জন্য পয়দা করা হইয়াছে। (তিন) এখানে 'মা' শব্দটি 'মান্' স্থলে বসিয়াছে। তাৎপর্য হইতেছে مِّنْ يَعْلَمُوْنَ 'তাহাদিগকে

www.ahlehadeethbd.org

٤٠۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُونَ •

٤١۔ عَلٰى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ •

٤٢۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ •

৪০। অতএব, আমরা উদয়স্থলসমূহের ও অস্তগমন স্থলসমূহের কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমরা অবশ্যই ক্ষমতাবান

৪১। তাহাদের পরিবর্তে তাহাদের চেয়ে উত্তম লোক আনয়নে, আর আমরা ইহাতে মোটেই অপারগ নহি।

৪২। অতএব, [হে রাসূল,] তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা তাহাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মজিয়া থাকুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে থাকুক— যে পর্যন্ত না তাহারা সেই দিবসের সাক্ষাৎ পায় যে দিবসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

জ্ঞানবানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া'। অর্থাৎ তাহাদিগকে বুদ্ধি-বিবেক দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, পশুর মত বুদ্ধি বিবেকহীন অবস্থায় সৃষ্টি করা হয় নাই।

৪০—৪১। فلا اقسم সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তর্জুমানুল হাদীস ১৩ বর্ষ ৫২ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

المشارق والمغارب : উদয়স্থলসমূহ ও অস্তগমন স্থলসমূহ। ইহার দুইটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) সৌর বর্ষের ৩৬৫ দিনের প্রত্যেক দিনের উদয়স্থল ও অস্তগমন স্থল। কাজেই সূর্যের উদয় স্থলও যেমন ৩৬৫টি, তাহার অস্তগমন স্থলও সেইরূপ ৩৬৫টি। এই কারণে উদয় ও অস্তগমন স্থলকে বহুবচনে আনা হইয়াছে। (দুই) সৌর মণ্ডলীতে বহু নক্ষত্র রহিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের উদয় ও অস্তগমন স্থল সম্পূর্ণ আলাদা। এই কারণে ইহা বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

একটি প্রশ্ন—এই দুই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তৎকালীন মুনাফিকের ঐ দলগুলিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের স্থলে তাহাদের চেয়ে উত্তমদিগকে আনিতে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতভাবে ক্ষমতাবান। এখন প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই হুমকি কি বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন?

এই সম্পর্কে আলিমদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

(ক) এক দল আলিম বলেন যে, ঐ মুনাফিকদিগকে ঈমানের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিবার জন্য উহা নিছক একটি হুমকি মাত্র ছিল। তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের স্থলে অপর কোন উত্তম সৃষ্টি সৃজন করা ঐ বাক্যের উদ্দেশ্যই ছিল না। কাজেই উহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

(খ) অপর এক দল বলেন, ঐ মুনাফিকদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী অবস্থায় সাধারণ মৃত্যুতে মারা যায়। কাজেই দেখা যায় ঐ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

(গ) তৃতীয় দল বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই হুমকি বাস্তবে পরিণত করেন। কিন্তু এই পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হয় সে সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইটি উক্তি পাওয়া যায়। এক দল বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাজির ও আনসারকে ঐ মুনাফিকদের স্থলাভিষিক্ত করেন। অপর উক্তিটি এই যে, ঐ মুনাফিকদের কোন কোন লোকের কুফর ও অবিশ্বাসকে ঈমানে পরিবর্তিত করেন।

৪২। আয়াতে বর্ণিত নির্দেশটি জিহাদের অনুমতি

(৩১৩-এর পাতার পর)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামাায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

(২১-১৭২) حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد ثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب اللحم لحم الظهر ٠

(২২-১৭৩) حدثنا سفيان بن وكيع ثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابي مليكة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل ٠

(১৭২—২১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইব্নু গাইলাান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ আহমদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মিস্'আর, তিনি বলেন, আমি ফাহ্ম্ গোত্রের এক হাদীসবেত্তাকে (মুহাম্মাদ ইব্'ন আবদুর রহমান) বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন আমি আবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফারকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, "গোশতের মধ্য সবচেয়ে বেশী সুস্বাদু গোশত হইতেছে পিঠের গোশ্ত।"

(১৭৩—২২) আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান ইব্নু অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান যাইদ ইব্নু আল্-হুবাব, তিনি রিওায়াত করেন আবদুল্লাহ ইব্নু অল্-মু'আম্মাল হইতে, তিনি আবূ মুলাইকাহ হইতে, তিনি 'আয়িশাহ হইতে রিওায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "সির্ক কত উত্তম সালন!"

(১৭২—২১) এই হাদীসটি সুনান ইব্নু মাজাহ : ২৪৫ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীস বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী জানাইতে চান যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের পিঠের গোশ্তও খাইয়াছেন।

(১৭৩—২২) এই হাদীসটি এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটির অনুরূপ। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসের টীকায় ১৯৯—২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

(১৭৪-২৩) حدثنا ابو كريب ثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابى حمزة الثمالي عن الشعبي عن ام هانيء قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعندك شيء؟ فقلت لا الا خبز يابس وخل فقال هاتي ما اقفر بيت من ادم فيه خل.

(১৭৫-২৪) حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة

(১৭৪—২৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ কুরাইব (মুহাম্মাদ ইব্নুল্ 'আলা'), তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূবাকর্ ইব্নু 'আইয়াশ, তিনি রিওায়াত করেন সাবিত আবূ হামযাহ আস্সুমালী হইতে, তিনি আশ্শা'বী হইতে, তিনি (আবূ তালিবের কন্যা) উম্মু হানি' হইতে, তিনি বলেন, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমার নিকটে কি কিছু (খাবার) আছে ?" তাহাতে আমি বলিলাম, "না ; আমার নিকটে শুক্না বাসী রুটি ও সিরকা ছাড়া কোন খাবার নাই।" তখন তিনি বলিলেন, "আনো ; যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালন শূন্য নহে।"

(১৭৫—২৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু আল্মুসান্না. তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্নু জা'ফর, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ, তিনি রিওায়াত-

(১৭৪-২৩) এই হাদীসটী ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩।৯৬) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

এই হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি মাক্কা বিজয় দিবসে ঘটিয়াছিল।

এই হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা এই অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসের টীকায় ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

(১৭৫-২৪, ১৭৬-২৫) হাদীস দুইটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : যথাক্রমে ৩।৯৩-৯৪ এবং ৪ ৩৬৪ পৃষ্ঠাতে) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রথম হাদীসটি সাহীহ বুখারী : ৮০৫ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

النساء : রমণীকুল। এখানে 'রমণীকুল' বলিয়া 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার সমসাময়িক স্ত্রীলোকদিগকে বুঝানো হইয়াছে। বস্তুতঃ আদাম আলাইহিস সলাতু অস্সালামের যামানা হইতে কিয়ামাত পর্যন্ত যে সব স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা মহিলা হইতেছেন 'ইমরান দুহিতা মারয়াম আলাইহাস সলাতু অস্সালাম। তারপর দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছেন শেষ নাবী দুহিতা ফাতিমাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা। তারপর তৃতীয় স্থানে রহিয়াছেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রথম সহধর্মিনী খাদীজাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা। তারপর চতুর্থ স্থান হইতেছে 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام •

(١٧٦-٢٥) حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر ثنا عبد الله بن عبد

الرحمن بن معمر الانصاري ابو طوالة انه سمع انس بن مالك يقول قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على

سائر الطعام •

করেন 'আমর ইব্‌নু মুর্‌রাহ হইতে, তিনি মুর্‌রাহ আল্‌হামদানী হইতে, তিনি আবুমূসা হইতে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে, তিনি বলেন, "রমণীকুলের মধ্যে 'আয়িশার মর্যাদা ও প্রাধান্য যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে সারীদ খাদ্যের প্রাধান্যের অনুরূপ।"

(১৭৬—২৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলী ইব্‌নু হুজ্‌র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসমা'ঈল ইব্‌নু জা'ফার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবদুর রহমান ইব্‌নু মা'মার আল্‌ আন্‌সারী আবূ তুওয়ালাহ, তিনি আনাস ইব্‌নু মালিককে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, রমণীকুলের মধ্যে 'আয়িশার স্থান যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে সারীদ খাদ্যের অনুরূপ।

হাদীস দুইটিতে একই কথা বলা হইয়াছে এবং হাদীস দুইটিতেই আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে সারীদ খাদ্যের সহিত তুলনা করিয়া সারীদ খাদ্যের উৎকর্ষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

الثريد এক প্রকার খাদ্যের নাম। রুটি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া উহা গোশতের শুরুয়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম 'সারীদ'। ঐ শুরুয়াতে গোশতের টুকরা থাকুক বা নাই থাকুক উভয় অবস্থাতেই উহাকে 'সারীদ' বলা হয়। ইহা সহজে প্রস্তুত করা যায় এবং তাড়াতাড়ি খাওয়াও যায়। ইহা খাইবার সময় অল্প চিবাইতে হয় এবং ইহা সহজেই গিলা যায়। তাহা ছাড়া ইহা সুস্বাদুও বটে এবং ইহা দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সব কারণে গোশত-রুটি জাতীয় যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে সারীদ সর্বশ্রেষ্ঠ।

তারপর যে সব গুণের কারণে 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে সারীদের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে সেই গুণগুলি হইতেছে তাঁহার সুন্দর আচরণ ব্যবহার, তাঁহার মিষ্ট কথা, বিশুদ্ধ স্পষ্ট ভাষা, উত্তম প্রকৃতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ় ও সঠিক বিচার-বিবেচনা এবং সর্বোপরি তাঁহার স্বামী-সোহাগ লাভে কৃতকার্যতা।

www.ahlehadeethbd.org

(١٧٧-٢٦) حدثنا قتيبة بن سعيد انا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من ثور اقط ثم راه اكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا ۔

(١٧٨-٢٧) حدثنا ابن ابى عمر ثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهرى عن انس بن مالك قال اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق ۔

(১৭৭—২৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবদুল আযীয ইব্নু মুহাম্মাদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুহাইল ইব্নু আবূ সালিহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে একখণ্ড পনীর খাওয়ার কারণে উযূ করিতে দেখিয়াছেন। তারপর তিনি ইহাও দেখিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের ঘাড়ের কিছু গোশত খাইলেন; তারপর উযূ না করিয়া সলাত সম্পাদন করিলেন।

(১৭৮—২৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্নু আবী 'উমার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়্যান ইব্নু 'উয়াইনাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন ওয়ায়িল ইব্নু দাঊদ হইতে, তিনি তাঁহার পুত্র হইতে—ঐ পুত্রটি হইতেছেন বাক্র্ ইব্নু ওয়ায়িল, তিনি রিওয়ায়াত করেন আয্যুহ্রী হইতে তিনি আনাস ইব্নু মালিক হইতে. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাফীয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে অলীমাহ ভোজে খুরমা ও ছাতু খাওইয়াছিলেন

(১৭৭—২৬) এই হাদীসটিতে প্রকৃতপক্ষে দুইটি হাদীস একত্রে বর্ণিত হইয়াছে প্রথম অংশটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ১।৮১) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় অংশটি ইমাম বায্যার রিওয়ায়াত করিয়াছেন।—(তুহ্ফাহ : ১।৮২)। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৬৪—১৪ হাদীসে করা হইয়াছে।

(১৭৮—২৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ২।১৭৩) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা আবুদাউদ : ২।১৭০ এবং ইব্নু মাজাহ : ১৩৮—১৩৯ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীস বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী জানাইতে চাহেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাতু খাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং বিবাহ ভোজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভোজে তিনি সাহাবীদিগকে ছাতু খাওয়াইয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

৫৭২৫৮—ইনি হইতেছেন উম্মুল মু'মিনীন সফীয়াহ রাযিয়া আল্লাহু আন্হা। তাঁহার পিতার নাম হুয়াই ও পিতামহের নাম আখ্তাব। এই হুয়াই য়াহুদী ছিলেন এবং বানুন্নাযীর নামক য়াহুদী গোত্রের প্রধান ছিলেন।

সফীয়াহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার প্রথম বিবাহ হয় সালাম ইব্নু মিশ্কাম নামক এক য়াহুদীর সহিত। সালামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিবাহ হয় কানানাহ ইব্নু য়াবী' ইব্নু অ বুলহুকাইক এর সহিত। এই কানানাহ কাফির অবস্থায় খায়বার যুদ্ধে নিহত হইলে সাফীয়াহ রাযিয়াল্লাহু আন্হাকে বন্দিনী অবস্থায় মুসলিম শিবিরে আনা হয়। তাঁহার পূর্বনাম ছিল যাইনাব। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ নাম বদলাইয়া সফীয়াহ নাম রাখেন। সফীয়াহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার পূর্ব স্বামীদের কাহারও ঔরসে তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে ইহার পরে দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তাহা হইতে এখানে যাহা বলা আবশ্যক তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

সাফীয়াহ রাঃ-এর সহিত নাবী সঃ-এর বিবাহ উপলক্ষে অলীমাহ

সাফীয়াহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার সহিত নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবাহ উপলক্ষে যে অলীমাহ ভোজ দেওয়া হইয়াছিল তাহার যে বিবরণ আনাস রাযিয়াল্লাহু হইতে পাওয়া যায় সেই বিবরণে কিছু গরমিল দেখা যায়। যথা, আনাস বর্ণিত এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঐ ভোজে কেবলমাত্র ছাতু ও খুরমা খাওয়ানো হইয়াছিল অথচ সাহীহ বুখারী ৬০৬, ৭৬১, ৭৭৫, ৮১১ পৃষ্ঠায় এই আনাসেরই বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ঐ বিবাহে খুরমা, পনীর ও ঘিয়ের ভোজ দেওয়া হইয়াছিল এবং ৫৯৬ ও ৯৪১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, 'হাইস' খাদ্য খাওয়ানো হইয়াছিল।

সাহীহ মুসলিমেও আনাসের বর্ণনায় খুরমা, পনীর ও ঘি এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাহীহ বুখারীর হাদীসগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ—

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাইবার যুদ্ধশেষে বন্দিনী সফীয়াহ্ (বিন্তু হুয়াই ইবন্ আখতাব) কে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। তারপর মাদীনাহ প্রত্যাবর্তন কালে সাদ্দুস্-সাহ্বা' (বুখারী: ৪০৫, ৬০৬) অথবা সাদহুররাওহা' (বুখারী: ২৯৮) নামক খায়বারের নিকটস্থ এক স্থানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং সফীয়াহ রাঃ এর সহিত বাসর রাত্রি যাপন করেন। ঐ বিবাহ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীদিগকে এক ভোজ দেন। ঐ ভোজে না ছিল রুটি আর না ছিল গোশত (বুখারী: ৭৬১, ৭৭৫)। ঐ ভোজে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই ছিল যে, নাবী সল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশক্রমে চামড়ার দস্তরখানগুলি বিছানো হইয়াছিল এবং উহার উপর খুরমা, পনীর ও ঘি রাখা হইয়াছিল (বুখারী: ৬০৬, ৭৬১, ৭৭৫, ৮১১)। বুখারীর অপর তিন স্থলে বলা হয় যে, ঐ ভোজে 'হাইস' খাদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল (বুখারী: ২৯৮, ৪০৫, ৬০৬)।

সাহীহ মুসলিমে আনাস রাঃ এর বর্ণিত হাদীসগুলিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ অলীমা ভোজে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশক্রমে কতকগুলি গর্ত খোঁড়া হয় এবং ঐ গর্তগুলির মধ্যে দস্তরখানের কিছু অংশ ঢুকাইয়া দিয়া দস্তরখান বিছান হয়। তারপর সাহাবীদের সঙ্গে যে সব খাদ্য দ্রব্য ছিল তাহা হইতে যে পরিমাণ খাদ্য মাদীনাহ পৌঁছা পর্যন্ত সাহাবীদের প্রয়োজন হইতে পারে সেই পরিমাণ খাদ্য রাখিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য হাযির করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীদিগকে নির্দেশ দেন। ফলে, সাহাবীদের কেহ খুরমা কেহ পনির এবং কেহ ঘি হাযির করিতে থাকেন। অনন্তর সব খাদ্য একত্রে মিশাইয়া ঐ দস্তরখানগুলিতে বণ্টন করা হয় এবং সাহাবীগণ দলে দলে ঐ গর্তের চারিপাশে বসিয়া আহার করেন।—আনাসের শিষ্য আবদুল আযীযের এবং অপর শিষ্য সাবিতের—তস্য শিষ্য হাম্মাদের বর্ণনা। সাহীহ মুসলিম: ১ | ৪৫৯—৪৬০।

সাহীহ মুসলিমের অপর রিওয়ায়াতে বলা হয়, ফলে সাহাবীদের কেহ অতিরিক্ত খুরমা এবং কেহ অতিরিক্ত ছাতু আনেন। এই ভাবে তাঁহারা 'হাইস' খাদ্যের এক বিরাট স্তূপ করেন। অনন্তর তাহারা ঐ 'হাইস' হইতে খাইতে থাকেন এবং তাঁহাদের পাশেই আসমানের পানি জমিয়া যে পুকুর হইয়াছিল সেই পুকুর হইতে পানি পান করিতে থাকেন।—আনাসের শিষ্য সাবিত—তস্য শিষ্য সুলাইমান ইবনুল মুগীরাহ এর বর্ণনা। সাহীহ মুসলিম: ১ | ৪৬০।

উভয় প্রকারের বিবরণই সাহীহ হাদীসে পাওয়া যায় বলিয়া আলিমগণ বলেন যে, ঐ প্রায় পনেরো শত লোকের বিরাট জামা'আতের মধ্যে উভয় প্রকার খাদ্যই সরবরাহ করা হইয়াছিল—কোথাও ঐ প্রকার এবং কোথাও এই প্রকার।

www.ahlehadeethbd.org

(٢٨-١٧٩) حدثنا الحسين بن محمد البصري ثنا الفضل بن سليمان حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر اتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم -

(১৭৯—২৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান আলহুসাইন ইব্‌নু মুহাম্মাদ আল্‌বাস্‌রী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্‌-ফাযল ইব্‌নু সুলাইমান, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান ফা'ইদ যিনি আযাদ করা গোলাম ছিলেন উবাইদুল্লাহএর—যে 'উবাইদুল্লাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আযাদ করা গোলাম আবূ রাফি' এর পুত্র আলীর পুত্র—ঐ ফা'ইদ বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'উবাইদুল্লাহ ইব্‌নু 'আলীই. তিনি তাঁহার দাদী সালমা হইতে রিওায়াত করেন যে, একদা আলহাসান ইব্‌নু 'আলী, ইব্‌নু 'আব্বাস ও ইব্‌নু জা'ফার তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যে সব খাদ্য খাইতে ভাল লাগিত এবং তিনি আনন্দের সহিত খাইতেন তাহা হইতে এক প্রকার খাদ্য আমাদের জন্য প্রস্তুত করুন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "বাছাধন আমার, আজ উহা খাইতে তোমার আগ্রহ হইবে না।" তাঁহাদের একজন বলিলেন, "না; না; উহা

(১৭৯—২৮) ابو رافع : আবু রাফি'। তিনি তাঁহার এই উপনামেই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নাম সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। কেহ বলেন তাঁহার নাম ইব্‌রাহীম,, কেহ বলেন আস্‌লাম, কেহ বলেন সাবিত এবং কেহ বলেন হুরমুয। তিনি মিসরীয় কিবতী জাতির লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর গোলাম ছিলেন। তারপর আব্বাস রাঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঐ গোলাম দান করেন। তারপর আবূ রাফি' যখন আব্বাস রাঃ এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পৌছান তখন তিনি তাঁহাকে আযাদ করিয়া দেন।

سلمى :— সাল্‌মা। তিনি আবূ রাফি' এর স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার উপনাম ছিল উম্মু রাফি'। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পুত্র ইব্‌রাহীম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর ধাত্রী ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সেবা ও রান্না-বান্নাও করিতেন এবং এই সুবাদেই হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার সঙ্গীদ্বয় সহ তাঁহার নিকট গিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে সব খাদ্য তৃপ্তির সহিত খাইতেন তাহারই কোন একটি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইবার ফরমাইশ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قَالَ بَلَي اصْنَعِيهِ لَنَا - قَالَ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِنَ الشَّعِيرِ فَطَحَنَتْهُ

ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي قِدْرٍ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَدَقَّتِ الْفُلْفُلَ وَالتَّوَابِلَ

فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ : هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

وَيُحْسِنُ أَكْلَهُ •

খাইবার জন্য আমাদের আগ্রহ আছে। আপনি আমাদের জন্য উহা প্রস্তুত করুন।" রাবী বলেন, তখন আমার দাদী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছু যব লইয়া তাহা পিষিলেন। তারপর উহা একটি ডেক্‌চিতে রাখিলেন (এবং পাক করিতে লাগিলেন) এবং উহাতে কিছু যাইতুন তেল ঢালিলেন। তারপর গোল মরিচ ও মসলাসমূহ কুটিলেন। (এবং উহার সহিত মিশাইলেন) তারপর তিনি উহা তাঁহাদের নিকটে দিয়া বলিলেন "নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যে সব খাদ্য খাইতে ভাল লাগিত এবং যে সব খাদ্য তিনি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেন তাহারই এক প্রকার খাদ্য হইতেছে এই খাদ্য।"

يَابُنَيَّ لَا تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ : ওরে বাছাধন আমার, আজ উহা খাইতে 'তোমার' আগ্রহ হইবে না। পূর্বে বলা হইয়াছে 'فقالوا' 'অনন্তর তাঁহারা বলিলেন।' ঐ বহুবচনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এখানে 'তোমাদের আগ্রহ হইবে না' বলা সঙ্গত ছিল। তবে 'তোমার আগ্রহ হইবে না' বলা হইল কেন? ইহার দুইটি কৈফিয়ত দেওয়া হয়। (এক) তাঁহাদের তিন জনের উদ্দেশ্য একই ছিল বলিয়া তাঁহাদের তিন জনকে সমষ্টিগতভাবে 'এক' গণ্য করিয়া এক বচন ব্যবহার করা হয়। অথবা (দুই) তাঁহাদের প্রধান জনকে অর্থাৎ হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হয়। قال بلي : তিনি বলেন, ... এই বাক্যেও ঐ কৈফিয়ৎ প্রযোজ্য হইবে।

فَطَحَنَتْهُ : অতঃপর তিনি উহা পিষিলেন। কোন কোন প্রতিলিপিতে ইহার স্থলে فَطَبَخَتْهُ : 'অতঃপর তিনি উহা পাকে চড়াইলেন' পাওয়া যায়। আমাদের এই প্রতিলিপি অনুসারে 'যব পিষিয়া' পাকে চড়ান হইয়াছিল; আর অপর প্রতিলিপি অনুসারে 'আস্ত যবই' পাকে চড়ান হইয়াছিল।

এই হাদীসে যে খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা ছিল কতকটা যবের পরিজ (Porridge) বা জাও জাতীয় খাদ্যবিশেষ।

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক শাইখ আবদুর রাহীম ॥

আবূ যার্‌র গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর অর্থনৈতিক মতবাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবূ যার্‌রের জীবনের দুইটি ঘটনা

আবূ যার্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু কৃচ্ছ সাধনা ভালবাসিতেন এবং নিজেকে কৃচ্ছ সাধনায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই অনেক লোক তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণা রাখিত যে, তাঁহার সংসারে অভাব অনটন লাগিয়াই থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সংসারে কোন অভাব অনটন ছিল না বলিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন। এই ধরণের দুইটি ঘটনা আমরা এখানে বর্ণনা করিতেছি।

(১) ইমাম তাবারানী বিশুদ্ধ সানাদযোগে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আবূ যার্‌র গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে দিবার জন্য লোক মারফতে তিন শত দীনার তাঁহার নিকট পাঠান। তাহাতে আবূ যার্‌র এই মন্তব্য করেন : আল্লাহের বান্দাটি বুঝি তাঁহার জ্ঞানমতে আমার চেয়ে অধিকতর হীন অবস্থার কোন লোক খুঁজিয়া পাইল না। আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, "যাহার নিকট চল্লিশটি দিরহাম থাকে সে যদি কাহারও নিকট কিছু চায় তাহা হইলে সে 'ইলহাফ' করিল। (অর্থাৎ লোককে জড়াইয়া ধরিয়া কিছু আদায় করিয়া লইল।) অথচ আবূ যার্‌রের নিকট চল্লিশটি দিরহাম তো আছেই ; তাহা ছাড়া তাহার চল্লিশটি ছাগল এবং দুইজন চাকরও আছে।—মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ : ৯।৩৩১ পৃষ্ঠা।

(২) ইমাম তাবারানী আরো বর্ণনা করেন যে, একজন লোক আবূ যার্‌রের নিকট আসিয়া তাঁহার সংসার খরচের জন্য তাঁহার সামনে কিছু মুদ্রা পেশ করে। তাহাতে আবূ যার্‌র বলেন, "আমাদের ছাগল আছে, তাহার দুধ দুহিয়া আমরা পান করি। আমাদের গাধা আছে তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করি এবং একজন ভদ্র রমণী আছে, সে আমাদের সেবা খিদ্‌মাত করে। তাহা ছাড়া আমাদের প্রয়োজনীয় পোষাকের অতিরিক্ত একটি আলখেল্লা রহিয়াছে। আমি আশংকা করি যে, আমাকে এই অতিরিক্ত আলখেল্লাটি সম্পর্কে জবাবদিহী করিতে হইবে।—ঐ

দ্বিতীয় ঘটনাটিতে বলা হইয়াছে যে, আবূ যার্‌রের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলখেল্লা থাকিত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু বিলাইয়া দেওয়া ফারূয' বলিয়া আবূ যার্‌র কিছুতেই স্বীকার করিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, ঘটনা দুইটি হইতে জানা যায় যে, আবূ যার্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু চল্লিশটি দিরহাম ও চল্লিশটি ছাগলের সঙ্গে সঙ্গে একটি গাধারও মালিক ছিলেন। বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি চল্লিশটি ছাগলের মালিক হইলেই তাহার উপর যাকাত ফারূয হয় এবং তাহাকে চল্লিশটি ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। ফলে আবূ যার্‌রের উপর একটি ছাগল ও একটি দিরহাম দেয় ছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আবূ যার্‌র নিশ্চিত ভাবে নিসাবের চেয়েও অধিক মালের অধিকারী ছিলেন। আর শারী'আতে নিসাবের মালিককেই ধনী বলা হয়। অতএব প্রমাণিত হইল যে, আবূ যার্‌র গিফারী একজন গানী-ধনী সাহাবী ছিলেন। তিনি ফাকীরও (فقير) ছিলেন না, মিসকীনও (مسكين) ছিলেন না। কাজেই তাঁহার পক্ষে এই কথা বলা অসম্ভব যে, তিনি না কি নিসাব পরিমাণ ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখা জায়িয জানিতেন না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুস্তিকা দুইটিতে অতিরঞ্জিত বিবরণ

সি এস-পি সাহেব লিখিত পুস্তিকা দুইটিতে আবূ যারুরের চরিত্র এমন অতিরঞ্জিত ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, উহা পাঠ করিলে স্বভাবতঃ পাঠকের মনে তৃতীয় খালীফাহ রাশিদ হযরত উসমান, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্যালক ও তাঁহার অহ্‌ঈ-লেখক হযরত মু'আ-ভিয়াহ, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লেখক ও সাহাবীদের মধ্যে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ কারী উবাই ইব্‌নু কা'ব প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক হইতে বাধ্য। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের মনেও ইহা আঘাত করিয়াছে। তাই তিনি প্রথম পুস্তিকাটির দোসরা প্রকাশে 'গুরুর কথা' প্রসংগে বলেন, "বইটি পড়ে মনে হতে পারে হযরত ওসমান (রাঃ) প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহাবীরা অন্যায় কাজ করেছিলেন এবং আবুজরের মত আদর্শ পাগল সাহাবির প্রতি অবিচার করেছিলেন "

ইহার পরে প্রিন্সিপাল মহোদয় পুস্তিকাটির বিবরণকে ন্যায্য বলিয়া সমর্থন করিতে গিয়া কতকগুলি অবান্তর ও কষ্টকল্পিত যুক্তির অবতারণা করেন। যাউক সেই সব কথা। এখানে আমরা প্রিন্সিপাল মহোদয়ের একটি মন্তব্য সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করিব। তাহা এই যে, তিনি আবূ যারুর্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বলিয়াছেন 'আদর্শ-পাগল'। বাস্তবিকই তিনি আদর্শবাদী ছিলেন, কিন্তু পাগল ছিলেন না। সি-এস পি মহোদয় তাঁহাকে যেই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে শুধু প্রিন্সিপাল মহোদয় কেন—প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাহাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারেন না। আর পাগল ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই আদর্শ ও অনুসরণীয় রূপে গ্রহণ করা যায় না।

আবূ যারুর্ এবং উসমান ও উবাইয়ের তুলনামূলক আলোচনা

আবূ যারুর্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগে—সম্ভবতঃ নুবূওয়াতের পঞ্চম/ষষ্ঠ বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মাত্র কয়েকদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহচর্যে থাকিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যান এবং ১২/১৩ বৎসর পরে হিজরী পঞ্চম সনের একাদশম মাসে খান্দাক যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পরে তিনি আল্-মাদীনাহ আসিয়া নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মিলিত হন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আবূ যারুর্ গিফারী মাত্র পাঁচ বৎসর দুই/তিন মাস কাল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহচর্যে বাস করেন।

পক্ষান্তরে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নুবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহচর্যে থাকেন এবং তাঁহার জামাতার সম্মান লাভ করেন। তারপর নুবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষে স্ত্রীসহ আবিসিনীয়ায় হিজ্‌রাত করেন। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আল মাদীনায় হিজরাত করেন সেই সময় তিনি স্ত্রীসহ আবিসিনিয়া হইতে আল্ মাদীনায় আসেন এবং বাকী দশ বৎসর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহচর্যে থাকেন।

আর উবাই ইব্‌নু কা'ব ছিলেন মাদীনার খাযরাজ গোত্রীয় আনসারী। তিনি শুধু অহ্‌ঈ লেখকই ছিলেন না বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পত্রাদি লেখকও ছিলেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে এক জন ফাকীহ ও মুফ্‌তী হিসাবে সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'আকরা-উহুম' (সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারী) বলিয়া উল্লেখ করেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পুস্তিকা দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, এ হেন উসমান ও উবাই কুর্‌আন বুঝেন নাই, মু'আভিয়াও কুর্‌আন বুঝেন নাই। অপবাদ দেওয়ারও একটা মাত্রা থাকা প্রয়োজন; অসম্ভব ও অসঙ্গত অপবাদ দিলে সে অপবাদ সহজেই ধুলিসাৎ হয়। লেখক বিশিষ্ট সাহাবীদের প্রতি যে অশোভন উক্তি করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার অনুতাপ ও তাওবাহ করা উচিত।

আবূ যারুর্ সম্পর্কে খাঁটি কথা

সকল মানুষের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও মানসিক গঠন (mental set-up) একরূপ নয়। কেহ আছে অতি মাত্রায় ভাবপ্রবণ, কেহ অতি মাত্রায় যুক্তিবাদী এবং কাহারও

www.ahlehadeethbd.org

মানসিক গঠন ভাবপ্রবণতা ও যুক্তি উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। আবার এই সংমিশ্রণে ভাবপ্রবণতা ও যুক্তির মাত্রাতে বেশ তারতম্য থাকে। তারপর স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে মানুষ তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রকৃতির বিপরীত কাজও করিয়া থাকে। এমনও হইয়া থাকে যে, যে উপদেশটি বহু লোকে নানাভাবে বহুবার কাহাকে দেওয়া সত্ত্বেও উহা তাহার মনে সামান্য আঁচড় কাটিতে সক্ষম হয় নাই, অথচ কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ঐ লোকটির মানসিক অবস্থা এমন হয় যে, ঐ উপদেশটি তাহার সমস্ত অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। হযরত হাম্‌যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের প্রতি ও হযরত 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। এমন কি যে কেহ নিজ জীবনের কার্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আবূ যারর্ গিফারীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত যতটুকু বিবরণ আমরা জানিতে পারি তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার মধ্যে অতি মাত্রায় ভাবপ্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তাঁহার এই ভাবপ্রবণতাকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে তাঁহার কার্যকলাপ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

তারপর, আবূ যাররের মধ্যে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, তিনি বাল্যকাল হইতেই ইসলাম পূর্ব যুগীয় রীতি নীতি পসন্দ করিতেন না এবং জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি সত্য ধর্মের অন্বেষণে ব্যাকুল ও অস্থিরভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিলেন। সেই আবূ যাররকে যখন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমার মধ্যে এখনও ইসলামপূর্ব যুগীয় একটি মূর্খতা বিদ্যমান রহিয়াছে", তখন প্রাণাধিক বন্ধুর ঐ তীব্র মন্তব্যের কশাঘাতে আবূ যাররের অন্তরের মধ্যে যে মারাত্মক আলোড়ন ও দহন-জ্বালা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ঐ মন্তব্যটি তাঁহার ভাবপ্রবণতায় যে আঘাত হানিয়াছিল তাহা সম্যক লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার জীবন যাপন পদ্ধতি ও কার্যকলাপ বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

আবূ যারর্ প্রিয়তম বন্ধুর উক্ত মন্তব্যে যে মানসিক অশান্তি বোধ করেন তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এবং ইসলাম পূর্ব যুগের সকল মূর্খতা হইতে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করিবার জন্য আবূ যাররের পক্ষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ সময়কার নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজে যাহা খাইয়াছেন গোলাম চাকরকে তাহাই খাওয়াইয়াছেন, নিজে যাহা পরিয়াছেন গোলাম চাকরকে তাহাই পরাইয়াছেন এবং গোলাম চাকরের সাথে ভাইয়ের মত আচরণ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ আবূ যাররের আচরণ বাহ্য দৃষ্টিতে যতই অস্বাভাবিক মনে হউক না কেন মন-সমীক্ষণের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার সকল আচরণই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রতিভাত হইবে।

মানুষকে মোটামোটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। চরম ডানপন্থী, চরম বামপন্থী ও মধ্যপন্থী। পারিবারিক—সাংসারিক ও ধর্মীয় উভয় ব্যাপারেই এই তিন শ্রেণীর লোক কম বেশী পাওয়া যায়। হাদীসে উক্ত হইয়াছে যে, এক দল লোক নিজের প্রাপ্য আদায়েও যেমন কঠোর অপরের প্রাপ্য দেওয়া ব্যাপারেও সেইরূপ কঠোর নীতিপরায়ণ। অর্থাৎ তাহারা অপরের প্রাপ্য ষোল আনায় দ্রুত দিয়া থাকে এবং নিজের প্রাপ্যও ষোল আনা আদায় করিতে সচেষ্ট ও যত্নবান থাকে। দ্বিতীয় দল অপরের প্রাপ্য দিতেও শিথিল এবং নিজের প্রাপ্য আদায় করিতেও শিথিল। এই দুই দলের দোষও ধরা যায় না, তহোদের প্রশংসা করাও চলে না। তৃতীয় দল হইতেছে নিজের প্রাপ্য আদায়ে কঠোর এবং অপরের প্রাপ্য দিতে শিথিল। এই হইতেছে জঘন্য প্রকৃতির লোক। চতুর্থ দল হইতেছে নিজের প্রাপ্য আদায়ে শিথিল, কিন্তু অপরের প্রাপ্য দেওয়া ব্যাপারে ষোল আনা সজাগ ও সচেষ্ট। এই দলটিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ দল।

ঠিক সেইরূপ একদল মুসলিম আছে যাহারা শারী'-আতের ফারয্, সুন্নাহ, মুস্তাহাব্ব প্রভৃতি সকল প্রকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজ করিতে বিশেষ যত্নবান এবং হারাম, মাকরূহ, অশালীন ও অসঙ্গত যাবতীয় কাজ বর্জনে অত্যন্ত কঠোর। তাহাদের মানসিকতা এইরূপ যে, পান হইতে চুন খসিলেই যেন সব কিছু রসাতলে গেল। তাহারা হইতেছে চরম ডানপন্থী। আর একদল মুসলিম আছে যাহারা ইসলামের আচার অনুষ্ঠানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। তাহাদের মতে ফারূয্ কাজগুলি করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাদিগকে আমরা চরম বামপন্থী বলিতে পারি। এই দুইয়ের মাঝে তৃতীয় একটি দল আছে যাহারা ফারূয্ ও মুস্তাহাব্বের গুরুত্বে পার্থক্য করিয়া থাকে। ইহারাই হইতেছে মধ্যপন্থী এবং ইহারাই হইতেছে খাঁটি মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহ্কে এই মধ্যপন্থী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—আল্ বাকারাহ : ১৪৩ আয়াত। ইসলাম এই মধ্য পন্থাকেই সমর্থন করে। এই হিসাবে আবূ যাররূকে চরম ডানপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি অনুকরণীয় নন, অনুসরণীয় নন। তিনি উহার ব্যতিক্রম। ইব্রাহীম ইবনু আদ্হাম প্রমুখ মনীষীগণ যেমন সাধারণ শারী'আতপন্থীর ব্যতিক্রম সেইরূপ আবূ যাররূও সাধারণ শারী'আতপন্থীর ব্যতিক্রম। আমরা শত মুখে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগকে অনুসরণীয় রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কেননা বহু হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদিগকে এমন কাজেরই আদেশ করিতেন যাহা তাহারা পালন করিবার ক্ষমতা রাখিত। (সহীহ বুখারী : ৭, 'আয়িশাহ হইতে) এবং বলিতেন, (বেশী ইবাদাতের উল্লেখ হইতে) ক্ষান্ত হও। তোমরা যাহা করিবার ক্ষমতা রাখ তাহা ধরিয়া থাক। (সাহীহ বুখারী : ১১, ১৫৪, 'আয়িশাহ হইতে)। তিনি আরও বলিতেন, তোমরা মধ্য পন্থা ধরিয়া থাক, তোমরা মধ্য পন্থা ধরিয়া থাক। (সাহীহ বুখারী : ৯৫৭ আবূ হুরাইরাহ হইতে)।

সর্বশেষে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আবূ যাররূ রাযিয়াল্লাহু আন্হু পুঁজিবিরোধী ছিলেন না। তিনি কোন বিপ্লব আনিবার ইচ্ছাও করেন নাই। কারণ তিনি খালীফাহ ও আমীরের আদেশ সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিয়াছেন এবং লোকে পাছে বিপ্লব সৃষ্টি করে এই আশংকায় তিনি লোকের সংসর্গ বর্জন করিবার জন্য খালীফাহ উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত পরামর্শ করিয়া মাদীনাহ হইতে মাত্র ৪০।৫০ মাইল দূরে মাক্কাহ যাইবার পথে রাবাযাহ নামক স্থানে বসবাস করাই বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে সেখানে চলিয়া যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেইখানেই বাস করেন। তিনি মোটেই বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি চরম আদর্শবাদী ছিলেন। কৃচ্ছ্র সাধনা ছিল তাঁহার আদর্শ এবং সেই আদর্শ যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেই ভাবেই তিনি জীবন যাপন করিয়া যান। আমাদের মতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যে বাণীটা আবূ যাররূকে কৃচ্ছ্র সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তাহা ছিল নিম্ন বর্ণিত এই হাদীসটি—

আবূ যাররূ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একদা বৈকাল বেলায় সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মাদীনার বাহিরে হাঁটিতে হাঁটিতে এমন স্থানে পৌঁছি যেখানে আমাদের সম্মুখে উহুদ পাহাড় দেখা যাইতেছিল। তখন তিনি বলেন, "হে আবূ যাররূ তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখিতেছ?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তখন তিনি বলেন, এই উহুদ পাহাড়টিকে যদি আমার জন্য সোনায় পরিণত করা হয় (এই উহুদ পাহাড়টির সমান সোনা যদি আমার নিকট থাকে) তাহা হইলে আমি পসন্দ করি না যে, উহা হইতে তিন দীনারের বেশী আমার নিকট যেন তিন দিনও থাকে। এবং আমি যেন মাত্র তিনটি দীনার রাখিয়া বাকী সব তিন দিনের মধ্যে দান করিয়া ফেলি।"—সাহীহ বুখারী : ১৮৯, ৩২১, ৯২৭ ও ৯৫৪। আমি মনে করি, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই বাণীর প্রভাবেরই ফলে আবূ যাররূ কৃচ্ছ্র সাধনাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই বাণীতে কৃচ্ছ্র সাধনার জন্য আবূ যাররূকে অথবা অপর কাহাকেও আদেশ করা হয় নাই। বস্তুতঃ ইহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি সাধু অভিলাষ (pious wish) ছাড়া আর কিছুই নহে।

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্বেশ্বর চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাজেই গোরা সৈন্যের ঔরসজাত সন্তান গোরাকে তার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে সযত্নে অজ্ঞ রেখে সুবিধামত বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা-প্রিয়, চরম ইংরেজ বিদ্বেষী রূপে আসরে নামিয়ে রবীন্দ্র নাথের জ্ঞান বুদ্ধি ও মেধার সেরা সৃষ্টি তথা মানস কন্যা সুচরিতাকে আত্মদানের বাসরে রবীন্দ্র-ঈপ্সিত মানস পুত্র সৃষ্টি সম্ভব কি ?

বার্ণার্ড শ'র যে উদাহরণটি আমরা উল্লেখ করেছি তা অনেকটা বিদেশী ব্যাপার বলে রবীন্দ্র-ভক্তরা হয়তো পাশ কাটাতে চাইবেন। তাই রবীন্দ্র পরিকল্পনার অনুসারী লর্ড লিন্ লিথ্‌গো ১৯৩৬ পরিকল্পনার উল্লেখ আমরা প্রাসঙ্গিক ও বলিষ্ঠ মনে করি।

ভারতের বিশেষ করে কৃষিবাঙলার গো সম্পদের চরম দুরবস্থা লক্ষ্য করে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিন্ লিথ্‌গো বিদেশ থেকে উন্নত ও বড় জাতের ষাঁড় আমদানী করে দেশী গাইয়ের সাথে পাল দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। দেশের কৃষি বিভাগ বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট পশু পালন বিভাগ ছাড়াও জনসাধারণ পর্যন্ত এর ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

তবে এ ব্যাপারে রবীন্দ্র ভক্ত—বিশেষ করে 'গোরা' পাঠের পরই সাহিত্য সেবা ও উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ, শরৎ চন্দ্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার সারবত্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অতি প্রাসঙ্গিক মনে করি। শরৎ চন্দ্রের সাহিত্য সাধনার আজন্ম কেটেছে পণপ্রথা, অনূঢ়া কন্যা, ততোধিক বাল-বিধবার ঝামেলায়। রামমোহন বেন্টিঙ্ক জুটির সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইনের এটা একটা বলিষ্ঠ নেতিবাচক সমলোচনা কিনা সে সব অন্য প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রের নিষ্ঠাবান ভক্ত অনুসারীরূপ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের পথে শরৎ চন্দ্রের 'শেষপ্রশ্নের' শেষের অবদান হিসাবে আমরা যা পাই তা গোরা সৈনিকের সন্তান গোরা ও ব্রহ্মজ্ঞানী সুচরিতা জুটির কোলকাতা বা তার আশে পাশে বাগান বাড়ীতে মধুচন্দ্রিমা যাপনের ফুল-বাসরে নয় তা আমাদের সুদূর অরণ্যের বুকে চা বাগানের পাপচক্রের মধ্যে পয়সাওয়ালা চা বাগানের ইংরেজ মালিকের দ্বারা বাঙালী রক্ষিতার গর্ভ সঞ্চারের মাধ্যমে পঙ্কে প্রস্ফুটিত ফসলের ন্যায় 'কমলমণির' জন্ম দিয়ে।

তাই শরৎচন্দ্রের মানস-কন্যা 'কমল' এর কণ্ঠে আপ্ত বাক্য রূপে মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে—'মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না।'

সর্বশেষ 'গোরা' উপন্যাসটি যদিও বিশ্ব উপন্যাস সাহিত্যের সাথে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য নয়, তবুও এক শ্রেণীর লোক রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বিশেষণে ভূষিত করে রবীন্দ্র পূজায় মত্ত। বিশ্বের উপন্যাস ও নাটক জগতের সাথে সম্যক পরিচয় থাকার সুযোগ লাভ এবং সেরূপ গর্ব করার অধিকার আমাদের না থাকলেও দু'চার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খানা ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানি, রুশ, মার্কিন, জাপানী, চীনা সাহিত্যিকের নাটক উপন্যাস পাঠের সুযোগ আমাদের হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম-প্রধান দেশের আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাসও আমরা পাঠ করেছি। কিন্তু এসব দেশের নাট্যকার বা ঔপন্যাসিকের দল নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছেন কি? জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য চিত্রণের মাধ্যমে জাতির মন ও মানস গঠনের উদ্দেশ্যে নায়ক-নায়িকা আবদ্ধারে জার্মানী-ফরাসীর বা ফরাসী-ইতালীর, রুশিয়া ইংরেজের, মার্কিনীর জাপানের বা চীনার জাপানীর দুয়ারে ধন্না দিয়ে শৌর্য্য-বীর্য্য আমদানীর মানসিক দৈন্যের তথা দেউলিয়াপনার নজীর খুঁজে পাওয়া যাব কি? এমন কি বিশ্ব যাযাবর ইহুদী সাহিত্যেও তো এর আভাষ-ইঙ্গিত পাওয়া যায়না।

যতটুকু জানা যায়, কীর্তিমান ও বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক-সাহিত্যকার মধ্যে একমাত্র পার্ল বাক তাঁর 'গুড আর্থ' পুস্তকের পটভূমি ও নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে চীন ও চীনাদের তুলে ধরেছেন। তিনি চীনে ছিলেন। চীন প্রবাসীরূপে চীন ও চীনা নর-নারীর চরিত্র চিত্রণেই তিনি এরূপ বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম মানসিকতা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের বাঙালী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে তিনিই তার একমাত্র উপমা হয়ে উঠেন নাই কি?

তবে একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের এ মৌলিকত্ব ধোপে টিকে না। এটা শুধু ভারতীয় ব্যাপার নয় মহাভারতীয় ঐতিহ্য। শাস্ত্র মতে হিন্দু নারীর প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যা—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী সুপ্রজননের তাগিদে বীর্য-ভিখারিণী। তাদেরই-পদাংক অনুসরণ করে মোগল-পাঠান যুগে ভারত নারী বিশেষ করে বীর রাজপুতানীদের মধ্যে এরূপ বীর্য্য ভিক্ষা বা স্তবরূপ পরিগ্রহ করার কথা ও কাহিনী ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত।

রবীন্দ্র ভক্ত ও পূজারীর দল একথাও বলতে চান যে রুশো, টলষ্টয়, গর্কী, বর্ণার্ড শ,' সেক্স-পীয়র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা সাহিত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদী তথা মানবতাবাদী নয়। প্রথমে তাঁরা আঞ্চলিকতাবাদী, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা আন্তর্জাতিকতা তথা মানবতাবাদী। যুক্তি-তর্ক ও বিচারের এ মাপ-কাঠিতে অগ্রসর হ'লে দেখা যায়, বিশ্বের সর্বদেশের সকল যুগের সব সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারই স্বদেশ ও স্বজাত্যাভিমানী হেতু বিশ্ব সভায় তাঁদের কারো ঠাঁই নাই। ঐ জগত সভায় একমাত্র বাঙালীর স্থান এবং তাই বাঙালী কবিই বিশ্ব কবি। কিন্তু আমরা কী দেখতে পাই? বহু-ধর্ষিতা ভারত মাতা বিশেষ করে আমাদেরই এই বঙ্গমাতা ও তার সন্তান-সন্ততিরা বিশ্ব সভায় দূরের কথা, ভারত সভার কোথাও যে আজ স্থান খুঁজে পাচ্ছে না এটা কি তারই প্রত্যক্ষ ফল নয়?

বিশ্বভারতীর মতে 'গোরা' প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৪, ভাদ্র হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে সমাপ্ত এবং ঐ বৎসরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে প্রকাশিত পাঠের বহুলাংশ মুদ্রিত গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়। ১৩৩৪ সালে গোরার বিশ্বভারতী সংস্করণে অনেক অংশ পুনরায় গৃহীত হয়। ১৩৪৭ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে প্রবাসী হইতে আরও কিছু অংশ সংকলিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ উহারই পুনর্মুদ্রণ। ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতী যে সংস্করণ প্রকাশ করেছে, আমাদের আলোচনা ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদ্ধৃতি ইত্যাদি সেই সংস্করন থেকে গৃহীত।

গোরার রচনা কালের সঠিক বিবরণ আমাদের জানা নেই। অনুমান করা চলে যে, ১৩১৪ সালের দু'এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ গোরা রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। গোরা রচনার দিনক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারণ এই যে, ১৯০৫—৬ সালে (বাংলা ১৩১২—১৩ সালে) বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙলা দেশে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়েছিল। এ আন্দোলন চালাতে গিয়েই বাঙলার বিপ্লবীদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ জেগে উঠেছিল। শ্রী অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সে সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National council of Education) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। শ্রী অরবিন্দ এ সংস্থার রেক্টর ও রবীন্দ্রনাথ সেক্রেটারী ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিবরণ দানের তাৎপর্য এই যে, বিপ্লবী দলের তৎপরতা ব্যাপক ও স্বাধীনতা মুখিন হয়ে উঠার ক্ষণে রবীন্দ্রনাথ একটা বিরাট ডিগবাজী খেয়েছিলেন। এর প্রকৃত চিত্র তিনি ১৯৩৪ সালে রচিত 'চার অধ্যায়' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বলিষ্ঠ হস্তে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে পুস্তকটির নামকরণ 'চার অধ্যায়ের' পরিবর্তে 'আমার কৈফিয়ত' নাম দিলে আমাদের পক্ষে সমালোচনা মুখর হওয়া হয়ত সম্ভব হ'ত না। তাই 'চার অধ্যায়ের' একটা অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রবীন্দ্র জীবনের অধ্যায়ে সংযোজন অপরিহার্য্য। বিপ্লবী রবীন্দ্রের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ তাঁর সাহিত্য চিন্তাধারায় যে রূপ ও অবয়ব গ্রহণ করেছিল তা আলাচনার প্রারম্ভেই আমরা বলে রাখতে চাই। তা এই যে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভূমিকা প্রথম দিকটায় অর্ধপ্রকাশ্য থাকলেও সরকারের দমননীতি ও অবস্থার চাপে উহা গুপ্ত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। বিশ্বের সকল পরাধীন দেশের সংগ্রাম ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। গুপ্ত সমিতির পরিচালন বিধি অনুযায়ী দলের যাবতীয় কার্য্যকলাপ থাকত অতি গোপন; দলের লোকদের মধ্যে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থাকত ততোধিক গোপন। কারণ, ব্যক্তি বিশেষের দৌর্বল্যের ফলে বহুর ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। একজন রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়ালে দলের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। এই কারণেই বাঙলা তথা ভারতীয় বিপ্লববাদীদের কার্য্য কলাপের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া প্রায় অসম্ভব। গুপ্ত সমিতির গোপনীয়তা ছাড়া বিভিন্ন দল উপদল জনিত ব্যবধানও এই ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ। আজকাল নাকি একটা সমবেত চেষ্টা চলছে এই ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলনের জন্য।

পুণার ঠাকুর সাহেবের বিপ্লবী দলে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রী অরবিন্দ্র ঘোষ বাংলায় বিপ্লবের আয়োজন করেন। বাঙলার ক্ষেত্র সে সময় ছিল অত্যন্ত উর্বর। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাতে গিয়ে কুমিল্লার শ্রী উল্লাস কর দত্তের তৈরী বোমা দেওঘরের রোহিনী পাহাড়ে পরীক্ষিত হয়। বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষা কালে রংপুরের ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী নিহত হল।

পরবর্তী ঘটনা অত্যাচারী কিংস ফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বোমা বর্ষণ দ্বারা সক্রিয় বিদ্রোহের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানোর ব্যবস্থা হ'ল। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর উপর সে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তারা মুজফ্ফরপুরে গেলেন, বোমা নিক্ষিপ্ত হল। আত্মরক্ষা অসম্ভব বিবেচনায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দলের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী প্রফুল্ল চাকী রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে প্রথম শহীদ হ'লেন। কিশোর ক্ষুদিরাম ওয়াইনি ষ্টেশনে ধরা পড়েন। বিচার হল। ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট মুজফ্ফর পুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল।

উল্লিখিত ঘটনাবলীর ধারা অনুসরণে কোলকাতার বিখ্যাত মাণিকতলা বোমার মামলা বা আলীপুর বোমার মামলা শুরু হয়। বাঙলার বিপ্লববাদকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করাই এই মামলা গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। মামলায় রাজসাক্ষী হল—রাজসাক্ষীকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা ইত্যাদি বহু ঘটনা একের পর এক ঘটে গেল।

উল্লিখিত পটভূমি রচনার মূল কারণ এই যে, শ্রী অরবিন্দের নেতৃত্বে সারা বাংলায় যে বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাতে জড়িত ছিলেন। অবশ্য বিপ্লবী দলের সৈনিকের প্রথম শ্রেণীতে সেই সময় তিনি স্থান লাভ করেন নাই। বনেদী জমিদারের সন্তান, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের বংশধর হিসাবে এবং স্বীয় কাব্যিক প্রতিভা, বিশেষ করে সঙ্গীত রচয়িতা ও কণ্ঠশিল্পী হিসাবে দলে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু মামলা শুরু হওয়ায় তিনি সরে পড়েন এবং বিশিষ্ট জমিদার বংশের ছেলে হেতু সরকারও তাঁকে বেশী টানা হেঁচড়া না করে কৌশলে বশীভূত করে অব্যাহতি দেন।

তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হল—বাঙলার বিপ্লবান্দোলন ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। সরকারের দমননীতিও কঠোরতম হয়ে উঠল। রাওলাট কমিশন—রাওলাট এ্যাক্ট প্রণীত হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনা।

শ্রী অরবিন্দ সন্ন্যাসী হ'লেন, ভারত ছেড়ে ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন ঋষি অরবিন্দ রূপে। আরও দীর্ঘদিন পরের কথা। রবীন্দ্রের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে। এই বিরাট সুনাম নিয়ে তিনি পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সাক্ষাৎ ঘটল না। বোধ হয়, শ্রী অরবিন্দ স্বীয় প্রিয় শিষ্যের কার্য কলাপ তখনো ভুলেন নাই। দল ত্যাগ, গোপন তথ্য গোপনে ফাঁস তখনো তাঁর স্মৃতিতে জ্বল জ্বল—কথাবার্তা হওয়া দূরের কথা, দর্শন লাভও ঘটল না।

রবীন্দ্র নাথ তাই অন্তর বেদনার শতদল ফুটালেন, 'নমস্কার' কবিতাটি লিখে—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'

ইহার দীর্ঘদিন পরে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩০ সালের এপ্রিলে। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের অংশবিশেষও সক্রিয় হ'য়ে উঠল। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল মধ্যরাত্রে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নয়া অধ্যায় সংযোজিত হল। সারা ভারতে ধর-পাকড়, বিনা বিচারে আটক ব্যাপক হয়ে উঠল। ১৯৩২-৩৩ সালে বৃটিশ সরকার ক্ষিপ্ত প্রায়। নিরস্ত্র ভারতের সশস্ত্র অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি অসহনীয়। উহা যে কোন উপায়ে দমন করা অত্যাবশ্যক। জেল ও বন্দী শিবিরগুলি হাজার হাজার তরুণ তরুণীতে ভরে উঠল।

অপরদিকে যুব-আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লববাদ দ্বারা জাগ্রত ভারতীয় নর-নারীর অন্তরকে কলুষিত ও বিভ্রান্ত করার জন্য বৈদেশিক বণিক সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে বেগবতী হয়ে উঠল। ছেলে মেয়েদের মনে যাতে বাজে খেলাধূলা, নৈতিকতাবিরোধী আমোদ-প্রমোদ, অশ্লীল ও অত্যধিক যৌন আবেদনমূলক ছায়াচিত্র ইত্যাদির প্রতি গভীর আসক্তি জন্মে তার জন্য সরকারী অর্থ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অকাতরে ব্যয়িত হতে লাগল। বিপ্লবীদের সাধনা ছিল বৃটিশ রাজশক্তির উচ্ছেদ, মুক্তিপণ ছিল এক হাতে রিভলভার অপর হাতে পটাসিয়াম সাইনাইড অর্থাৎ ব্যষ্টির সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকারের পথে সমষ্টির কল্যাণ Minimum man with Maximum sacrifice এর দ্বারা ভারতের মুক্তি।

ভাঙ্গাগড়ার এই প্রস্তুতিতে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য, আদর্শগত বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বন্দীশিবিরে আটক তরুণ-তরুণীদের দীর্ঘদিন বহু পত্রে সঙ্গলাভে বঞ্চিত রেখে ১৯৩৪—৩৫ সাল নাগাদ মার্কসীয় মতবাদ, জড়বাদ, যৌনবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকাবলী সরবরাহ অকৃপণ ভাবে চলতে লাগল।

কোলকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় Psychology of Terrorism 'সন্ত্রাসবাদের মনস্তত্ত্ব' বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগল প্রায় প্রত্যহই।

১৯৩৪—৩৫ সালে আমি দিনাজপুর জেলার খানসামা থানায় অন্তরীনাবদ্ধ। নানাসূত্রে খবর পেলাম রবীন্দ্র নাথ একটি নূতন উপন্যাস লিখেছেন Psychology of terrorism বিশ্লেষণ মূলক। আগ্রহ গভীরতর হয়ে উঠল। অতি সঙ্গোপনে বাসার চাকরকে কোলকাতায় পাঠিয়ে 'চার অধ্যায়ের' এক কপি সংগ্রহ করা হল।

প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করলাম। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার পড়লাম। প্রশ্ন জাগল, রবিবাবু সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের নীতি ও কার্যক্রমের নিন্দায় পঞ্চমুখ নায়ক-নায়িকা এবং পার্শ্বচরিত্রগুলির নাম নির্বাচনে কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী, যথা বিপিন (বিপিন গাঙ্গুলী—যুগান্তর দল), প্রতুল (প্রতুল গাঙ্গুলী— অনুশীলন সমিতি ; পরবর্তীকালের আর, এস, পি, আই), মধু (মধু ঘোষ—সুরেন ঘোষ যুগান্তর), কানাই (কানাইলাল দত্ত), অতীন (অতীন বসু বা অতীন রায়), ইত্যাদির নাম নির্বাচন করলেন কেন ? স্বাদেশিকতা বনাম বিশ্বমানবতার অর্থাৎ ঘরে বাইরের ত্রিশঙ্কু অবস্থার একনিষ্ঠ উপাসকের ইহা সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক কি ?

তারপর 'চার অধ্যায়ের' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন

"একদিন বিকালে আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসে আছি—ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় (যুগান্তর) এসে আমাকে বললেন—"রবিবাবু আমার পতন হয়েছে।"

তারপর বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি ও কর্মপন্থা বিশেষ করে বণিক বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির প্রতি বিদ্বেষ ভাবকে নিন্দনীয় করার জন্য তিনি লিখলেন, "ইংরেজ অত্যন্ত উদার ও মহান জাতি—এদের ধ্বংস চিন্তা করো না। ইংরেজ জাতি ধ্বংস হলে সেই ধ্বংসের ধূলাবালিতে বিশ্বসভ্যতার অনেকখানি মলিন হয়ে যাবে।"

ভারতকে ইংরেজ অধীনতার পাশ থেকে মুক্ত করার তাৎপর্য ইংরেজের ধ্বংস সাধন—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একমাত্র রবীন্দ্র প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, "চার অধ্যায়ের" অংশ বিশেষ উদ্ধৃতির জন্য বহু চেষ্টা করে উহার প্রথম সংস্করন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছি, শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাঙলা একাডেমী থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৯ উপন্যাস ও গল্প অংশ ২৬৫ পৃষ্ঠা) ত্রয়োদশ খণ্ড সংগ্রহ করলাম ; কিন্তু উহাতে ক্যাণ্ডি, সিংহল, ৫ জুন, ১৯৩৪ সাল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেখা থাকলেও দেখলাম রবিবাবুর "চার অধ্যায়" আর নাই। তার চমু দলের হাত যশের দৌলতে খোল নলচে উভয়ই প্রায় বদল হয়ে গেছে। এর তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য নয় কি?

ভাবলাম—জেল-দ্বীপান্তর ফাঁসির ভয়ে শুধু রবি বাবু নয়, অনেকেই দল ত্যাগ করেছেন, রাজসাক্ষীও হয়েছেন। তাই বলে "ফাঁসির মঞ্চে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন" রবীন্দ্র-প্রতিভা পরিণত বয়সে তাঁদের চরিত্র, কার্য্যকলাপ ও আত্মাহুতিকে এরূপ কদর্য্য, বিভৎস্যভাবে চিত্রিত করলেন কেন? অরবিন্দের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ইহাই কি জবাব—না আর কিছু?

জানলাম, স্যার এণ্ডারসন তখন বাংলার গভর্ণর, টগার্ট পুলিস কমিশনার। এই জুটিই আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন্‌ফিন' আন্দোলন দমনে সাফল্যের খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কুখ্যাত Black and Tan Act তাঁদেরই যৌগিক চিন্তাধারার ফল। তাই এই জুটিই বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের প্রাণ বায়ুকে নিঃশেষ করার জন্য।

বিপ্লবীদের চরিত্র, চিন্তাধারা ও কার্যক্রম ইত্যাদি সবকিছুকে নিন্দনীয় ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁরা তাই মিঃ বি, আর সেন (মিঃ বীরেশ রঞ্জন সেন। মেদিনীপুর জেলায় বিপ্লবীদের গুলিতে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হওয়ার পর মিঃ সেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল) এর মাধ্যমে তাঁহারা রবীন্দ্র প্রতিভাকে কাজে লাগালেন। 'চার অধ্যায়' রচিত হল। বাজারে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটির সামগ্রিক আলোচনা—বিশেষ করে মুখবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ন্যায় নিঃস্বার্থ, নিষ্কলঙ্ক ও স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবককে টেনে আনায় দেশের সর্বশ্রেণীর নরনারীর তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। পরলোকগত রাজ শেখর বসু (পরশুরাম নামে সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাত) নির্বিবাদী, প্রথিতযশা, সুসাহিত্যিক 'চার অধ্যায়ের' সমালোচনায় লেখনী ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

'রবি বাবু যুগপৎ একাধিক মধুচক্রে ঘা দিয়েছেন, আমরা ইহার প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষায় রহিলাম।'

আরও তথ্য প্রকাশিত হ'ল। শান্তি নিকেতন ও পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন গঠনকালে কয়েকজন লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের শ্রম, বিদ্যাবুদ্ধি ও মেধা দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের উন্নতি ও মর্যদা অনেকখানি বৃদ্ধ পেয়েছিল। বাঙলায় বিপ্লব আন্দোলন তীব্রতর ও ব্যাপক হয়ে উঠার সঙ্গ সঙ্গে তাঁদের বিতাড়ন পর্ব শুরু হয়। চার অধ্যায়' রচনার অব্যবহিত পরে স্যার জন এণ্ডারসন শান্তি নিকেতন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং এই উপলক্ষে বিপ্লবীরা রাজনৈতিক কর্মীর বিতাড়ন পর্ব সমাপ্ত করেন। একমাত্র চাঁদপুর নিবাসী পূর্বতন বিপ্লবী কর্মী শ্রীকালি ঘোষকে রাখা হয়েছিল (তিনি শান্তি নিকেতনের প্রখ্যাত নর্ত্তক শান্তিদেব ঘোষ ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সাগরময় ঘোষেরপিতা)। কালিবাবু শ্রীনকেতনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। স্যার এণ্ডারসন সেই সময় শান্তি নিকেতন ও শ্রীনিকেতনের উন্নয়নকল্পে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছিলেন। ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নয়—সরকারী অর্থ থেকে। এই লক্ষ টাকা দানের বিষয় প্রচারিত হওয়ায় 'চার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধ্যায়' বিরোধী সমালোচনা আরও তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। ইহারই কিছুকাল পরে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর রোষবহ্নি উদ্দীপ্ত হয়ে হিজলী বন্দী শিবিরের নিরস্ত্র যুবকদের উপর বেপরোয়া গুলি বর্ষণের মধ্যে পর্য্যবসিত হ'ল।

সুযোগ শিকারী রবীন্দ্রনাথ ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। 'চার অধ্যায়' রচনা ও লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য লাভের অপযশ ও কলঙ্ক দূর করার আশায় আসরে নেমেছিলেন। হিজলী বন্দী শিবিরে গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে কোলকাতার গড়ের মাঠে সভায় অকুণ্ঠিত ভাষায় 'বশেষ ঢঙ্গে কম্পিত স্বরে মিহি কণ্ঠে তিনি সভাপতির ভাষণে ফুল ঝুরি ছড়ালেন। কেউ কেউ বলেন, নাটকীয় সুর ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র দু'ফোটা অশ্রুজলও বিসর্জন করেছিলেন।

১৯৩৮ সালের নবেম্বর নাগাদ সকল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেলেন। তারপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল বৃটিশ বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধার সাগর সেচে যে বিষবৃক্ষের বীজ বন্দীদের অন্তর মধ্যে রোপন করেছিল, তা পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠছে। দ্বন্দ্ব সমুৎপন্ন জড়বাদের ভিত্তিতে রচিত মার্ক্সীয় দর্শনের বুলির কচকচিতে চারদিকে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা চরম উচ্ছৃঙ্খলতার অবয়বে ভারতের গৃহ, পরিবার, সমাজ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকে পুঁতিগন্ধময় করে তুলল।

কিন্তু সর্বাধিক বিপন্ন ও হাস্যকর অবস্থায় পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের ঘটনা পঞ্জী বাদ দিলেও 'চার অধ্যায়' লিখে তিনি পেট্রিয়োটিজমের একটা নয়া ভাষ্য দিতে চেষ্টা করেছেন নায়ক অতীনের মুখ দিয়ে। এ-লাকে বলছে অতীন—"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে, তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমীরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা মাত্র। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনই নিজের স্বভাবের মধ্যে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারবে না, যাতে পৃথিবীতে কোন বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

এলা—আচ্ছা অন্তত তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?

"তা বলিনে, দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায়, এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীশুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে উঠছে—এ কথা সত্য, ভাষায় হয়ত বলতে পারতুম সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধারের চেষ্টার চেয়ে সেটা হ'ত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ জন্মের মতো বলবার সময় হল না; আমার বেদনা তাই এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ৩১৬ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিমুখতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি? এই শ্রেণীর উক্তি ও যুক্তি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে

www.ahlehadeethbd.org

রবীন্দ্রনাথ নাকি জানিয়েছিলেন, "আমি তো অন্ত এলার শাশ্বত প্রেম কাহিনী নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি— রাজনীতির সাথে এর সম্পর্ক কোথায় ?'

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উক্তি ও যুক্তিতে একদিকে যেমন দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নরনারী ও বিপ্লবীরা রবীন্দ্রর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন, অপরদিকে তেমনি আন্তর্জাতিকতা ও শান্তির ললিতবাণী প্রচারক-রূপী মার্ক্সীয় 'লালঝাণ্ডাধারীর দলও রবীন্দ্রকে 'চরম প্রতিক্রিয়াশীল', 'বুর্জোয়া' বলে নাকচ করে দিলেন। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় 'না ঘরকা না ঘটকা' অবয়ব নিয়ে ভীরু বুকে সুযোগ শিকারী রবীন্দ্র হাত বাড়ালেন চরম উগ্রপন্থী বিপ্লবী কর্মীদের দিকে। পরলোকগত অনিল রায়, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, সত্যগুপ্ত, কামাখ্যা রায় প্রমুখ ঝানু যুবক বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে স্বয়ং প্রস্তাব দিলেন—'আমি তো ঘাটের মড়া, আমার স্বহস্ত রচিত শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন আমার অবর্তমানে ধ্বংস হবে অবশ্যই। তোমরা জাগ্রত বাঙলা তথা ভারতের অন্তর-দেবতার জীবন্ত প্রতীক স্বরূপ। তোমরা এই সংস্থা দুয়ের বিশেষ করে শ্রীনিকেতনের ভার নিয়ে আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। মাইনে বেশী দিতে পারবো না; মাসিক একশ' টাকা দেব।" রবীন্দ্রের স্বরূপ এখন কারো কাছে অস্পষ্ট বা ঘোলাটে নয়। কর্মীদল সসম্ভ্রমে কবির সে আবেদন প্রত্যাখান করেছিলেন।

এ গেল রবীন্দ্রের রাজনীতি চর্চার প্রত্যক্ষ ও পুঁথিগত দিক। তারপর বৌদ্ধ ধর্মের কথা। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংসকারী বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের (যাহা সাম্রাজ্যবাদের আদি ও অকৃত্রিমরূপ বলেই আমি মনে করি), ধারক ও বাহক হিন্দু-ভারতের প্রতিনিধিরূপে (মূলতঃ প্রমোদ ভ্রমণের অর্থের আশ্রমের আশায়) রবীন্দ্র ভারতের তিন দিকে পরিবেষ্টিত বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহে সফরে বেরিয়েছিলেন। কোন্ কোন্ বৌদ্ধ রাষ্ট্রে তিনি কিরূপ সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিলেন. তা সুবিদিত। গত ২৫শে এপ্রিল তারিখের 'আজাদ' পত্রিকায় সিলেটের জনাব আহবাব চৌধুরী কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধে উহার উপর খানিকটা আলোকপাত করা হয়েছে।

আলোচনা দীর্ঘ হতে চলেছে তাই আমি উপসংহারে কবিতা সম্পর্কেও দু'একটা কথা বলে বিদায় নেব। প্রারম্ভেই বলেছি, আমি কবি নই, তবে অতি সাধারণ পাঠক হিসাবে বলতে চাই যে. কবিতা সংসারী নরনারীর মনের উষর মরুবুকে মরীচিকা ঘেরা মরূদ্যান—ওয়েসিস স্বরূপ। শ্রান্ত যাত্রী হিসাবে ইহাকে আশ্রয় করে ক্ষণিকের বিশ্রামন সুখ লাভ চলে বটে—কিন্তু নরনারীর সুখ নীড় রচনা চলে না। এইপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্র রাশিয়া সফরকালে একটি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন; কোমলমতি বালক বালিকারা তাকে প্রশ্ন করেছিল, "আপনি কি করেন ?' রবীন্দ্র জানিয়েছিলেন, "কবিতা লিখি "

"কবিতা লিখে কি হয় ?"

রবীন্দ্র নির্বাক।

তারপর রবীন্দ্রের কবিতা, ছড়া, ঘুম পাড়ানী গান স্বরূপ। অধিকাংশ কবিতা যৌন আবেদনের রঙীন ফাঁপা বেলুন অথবা ভাবালুতায় ভরপুর। লৌকিক ও লোকোত্তরীয় প্রশ্ন সমস্যার বুকে সন্ধানী আলো প্রক্ষেপণে ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

এতদ্সত্বেও রবীন্দ্র কবিতাবলী ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় তরজমা হয়েছে ও হচ্ছে। সংবাদ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায়, সারা বিশ্ব মেতে উঠেছে আজ রবীন্দ্র প্রশস্তিতে। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বিশেষ অস্পষ্ট নয়। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর থেকে চীন সমুদ্রের পশ্চিম পর্যন্ত এবং গিরিরাজ হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ও ঘন লোকবসতি পূর্ণ অঞ্চলের হতভাগ্য কোটি কোটি নরনারীর উপর শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের শাসন ও শোষণ বিকৃত যান্ত্রিক সভ্যতায় পুষ্ট হয়ে আজ সীমাহীন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত। ইহাকে অটুট রাখতে হলে ঐ সকল নরনারীর পৌরুষ, বীর্য্য, আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মনোভাবকে নির্বীর্য্য করা অপরিহার্য্য। দীর্ঘদিন অহিফেনের নেশা, অস্ত্রের ঝনৎকার, সর্বোপরি ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপান্তরের মাধ্যমে উল্লিখিত স্বার্থ সন্ধি চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী তূণ আজ শূন্য প্রায়। তাই ফ্রয়েডীয় মতবাদের নারী প্রকৃতির পুরুষ (She type of man) সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আজ তাদের নিকট অত্যধিক জরুরী। ভিক্টর হুগো, ভলটেয়ার, রুশো, টলষ্টয়কে বাদ দিয়ে তাই ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান, যৌন আবেদনমূলক রঙীন ফাঁপা বেলুন রূপী কবিতা অনুশীলনের তাগিদ অত্যধিক জরুরী হয়ে উঠেছে। তাই সংস্কৃতির রূপান্তরের মাধ্যমে Intellectual বুদ্ধবৃত্তিকে পঙ্গু করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন (Intellectual exploitation) আজ পুঁজিবাদের একমাত্র সাধনা ও লক্ষ্য। রবীন্দ্র শত বার্ষিকীর অন্ধ স্তাবকতাজনিত কলরোলের বুকে এই কথাটিও আজ আমাদের বিশেষভাবে তলিয়ে দেখা আবশ্যক। ('চার অধ্যায়' রচনা সম্পর্কে মিঃ বি, আর, সেনের মাধ্যমে যে পত্রালাপ চলেছিল, তদ্‌সংক্রান্ত কয়েকটি পত্র বাঙলা সাংবাদিকতার পথিকৃৎ 'আনন্দবাজার' পত্রিকার ভূতপূর্ব বার্তাসম্পাদক শ্রী অমূল্য সেনের নিকট ছিল—দেখেছি।)

রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করালে রবীন্দ্র পূজারীদের মধ্যে অনেকেই একটা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক ছিলেন না।

আমরা স্বীকার করি, তিনি রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু 'কবি' খ্যাতি লাভের সাথে সাথে তিনি সর্ব শস্ত্র পারঙ্গম অর্থাৎ সবজান্তা হয়ে উঠে ছিলেন। এ ছাড়া প্রথম যৌবনে দেশ ও জাতির দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে হয়ত মুক্তি সংগ্রামীদের কাতারে তিনি সামিল হতে চেয়েছিলেন। এ পথের ভয়াল রূপ দেখে তিনি পিঠ টান দিয়েছিলেন। এটুকু আমরা সহজ ভাবেই মনে নিতে পারি। কিন্তু তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ—বিশেষ করে তপশিলীদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার প্রদত্ত হওয়ার প্রতিবাদে গান্ধীজী যরবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। ব্রহ্মণ্যবাদী ভারতের গান্ধী-কংগ্রেসের নেতারা এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেন। তারা পুনায় সম্মিলিত হন এবং তপশিলী নেতা ডঃ আম্বেদকর সহ এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তই ঐতিহাসিক পুণা চুক্তি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ চুক্তি বাস্তবায়িত হয় নাই। এ অবস্থায় পুনা চুক্তির সভাপতিকে রাজনীতিকের কোঠায় দাঁড় করালে রবীন্দ্রভক্তদের আপত্তি ধোপে টিকে কি ?

www.ahlehadeethbd.org

(২৯২-এর পাতার পর)

৪৩- يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون •

৪৪- خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون •

৪৩। যে দিবসে তাহারা কবর হইতে এমন দ্রুতভাবে বাহির হইবে যেন তাহারা লক্ষ্যস্থলের দিকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে,

৪৪। তাহাদের চক্ষু আনত অবস্থায়—তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে অপমান-লাঞ্ছনা। উহাই হইবে সেই দিবস যে দিবসের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছিল।

দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ ছিল। তারপর জিহাদের আদেশের পরে এই বিধান রহিত হয়।

৪৩। يخرجون ঃ তাহারা বাহির হইবে (কর্তৃবাচ্য)। ইহার অপর পাঠ 'য়ুখ্‌রাজুনা' ঃ তাহাদিগকে বাহির করা হইবে (কর্মবাচ্য)।

نصب আমাদের পাঠ হইতেছে 'নুসুব'। এই পাঠে ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। (এক) ইহা 'নাসব' শব্দের বহু বচন, যেমন 'উসুদ' হইতেছে 'আসাদ' এর বহু বচন। নাসব শব্দের অর্থ 'যাহা দাঁড় করানো হয়' অর্থাৎ লক্ষ্য' দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ সীমা হিসাবে যাহা চিহ্ন রূপে স্থাপন করা হয়। 'নুসুব' এর অর্থ লক্ষ্যস্থলসমূহ। (দুই) নুসুব শব্দ একবচন ; ইহার বহু বচন আন্‌সাব انصاب। ইহার অর্থ ঃ যে মূর্তি বা যে স্থান পূজা করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়! যথা, পূজার প্রতিমা, পূজার মন্দির, তীর্থ বা পীঠস্থান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ হইতেছে নুস্‌ব'। আমাদের পাঠ 'নুসুব' যেমন প্রথম ব্যাখ্যায় 'নাস্‌ব' এর বহুবচন সেই রূপ 'নুস্‌ব' শব্দটি 'নাস্‌ব' এর বহুবচন। কেননা, 'আসাদ' এর বহুবচন যেমন 'উসুদ' ও 'উস্‌দ' উভয়ই হয় সেইরূপ 'নাস্‌ব এর বহুবচন 'নুসুব' ও 'নুস্‌ব' উভয়ই হয়। অর্থঃ লক্ষ্যস্থলসমূহ।

তৃতীয় পাঠ হইতেছে 'নাস্‌ব'। অর্থঃ লক্ষ্যস্থলটি (এক বচন)।

يوفضون [য়ুফিদুন, আওফাযা হইতে মুযারি'। এই ক্রিয়াটি যখন তিন অক্ষরী থাকে যথা, ওয়াফাযা-য়াফিযু (وفض يفض) তখনই দ্রুত দৌড়ার অর্থ দেয়। আফ্‌'আলা পরিমাপে আসিয়া এখানে আতিশয্য প্রকাশ করিতেছে। কাজেই ইহার অর্থ হইবে] অত্যন্ত—যারপরনাই দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে।

৪৪। আয়াতে প্রতিশ্রুত দিবসটি হইতেছে কিয়ামাত দিবস।

www.ahlehadeethbd.org

॥ আবু রাইহান মুহাম্মদ আলীহাইদার মুর্শিদী ॥

সাহীহ বুখারী হইতে সংকলন (১)

[সাহীহ বুখারী ৪৯ ও ৫০৪ পৃষ্ঠা।]

একটি মুজিযাহ—প্রত্যুপকার

'ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক সফরে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। একদা সারা রাত্রি চলিয়া আমরা বিশ্রামের জন্য শেষ রাত্রে এক স্থানে থামিলাম এবং শোওয়া মাত্র সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। মুসাফিরের পক্ষে ইহার চেয়ে মধুর ঘুম আর হয় না। অনন্তর সূর্য্য কিছু উপরে উঠিলে সূর্য্যের তাপে আমরা জাগিয়া উঠি। সর্ব প্রথম জাগেন আবুবাক্‌র। তারপর অমুক। তারপর অমুক। তারপর চতুর্থ ব্যক্তি যিনি জাগেন, তিনি ছিলেন 'উমর ইবনুল খাত্তাব। আমাদের দস্তুর এই ছিল যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন ঘুমাইয়া থাকিতেন তখন তিনি স্বয়ং জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত আমরা কেহই তাঁহাকে জাগাইতাম না, কেননা আমরা জানিতাম না ঘুমের মধ্যে তাঁহার কী ঘটিতেছে। (হয়তো অহঈ আসিতেও পারে।) যাহা হউক, 'উমর জাগিয়া উঠিয়া লোকের তখনকার অবস্থা লক্ষ্য করিলেন। আর তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চিত্ত লোক। তিনি উচ্চস্বরে 'আল্লাহ আকবার' বলিয়া উঠিলেন এবং ক্রমাগত উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলিতে থাকিলেন। তখন আবু বাক্‌রও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিয়রে বসিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিতে লাগিলেন তাঁহাদের ঐ 'আল্লাহু আকবর' শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জাগিয়া উঠিলেন। তখন লোকে তাঁহার নিকট তাহাদের তখনকার অবস্থা নিবেদন করেন। (২) তিনি বলিলেন, "ক্ষতি নাই; এখান হইতে প্রস্থান কর।" ফলে, তাহারা যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি অবতরণ করিলেন এবং ওযূর পানি আনিতে বলিলেন। তার পর তিনি ওযূ করিলেন। আযান দেওয়া হইল এবং লোকদের লইয়া ফজর নামায পড়াইলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি সহসা দেখিলেন এক প্রান্তে একজন লোক। লোকদের সাথে নামায না পড়িয়া সে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ওহে অমুক! কি কারণে তুমি লোকদের সাথে নামায পড়িলে না।" সে বলিল, "আমি নাপাক হইয়াছি অথচ পানি নাই।" তিনি বলিলেন, তুমি পাক মাটি লও এবং তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়। উহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।"

অতঃপর, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চলিতে লাগিলেন। কিছু বেলা হইলে লোক ভীষণ পিপাসার্ত হইয়া তাঁহার কাছে অভিযোগ করিল। তখন তিনি অবতরণ করিয়া আলী ও অপর এক ব্যক্তিকে (৩) ডাকিয়া বলিলেন, "যাও তোমরা পানির সন্ধান কর।" তাহারা রওয়ানা হইল এবং একটি উটের পিঠে দুই ধারে পানির দুইটি বড় মশকের মাঝে একজন রমণী দেখিতে

www.ahlehadeethbd.org

(১৭৪-২৩) حدثنا ابو كريب ثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابى حمزة الثمالي عن الشعبي عن ام هانيء قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعندك شيء؟ فقلت لا الا خبز يابس وخل فقال هاتي ما اقفر بيت من ادم فيه خل.

(১৭৫-২৪) حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة

(১৭৪—২৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ কুরাইব (মুহাম্মাদ ইব্নুল্ 'আলা'), তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূবাকর্ ইব্নু 'আইয়াশ, তিনি রিওায়াত করেন সাবিত আবূ হামযাহ আস্সুমালী হইতে, তিনি আশ্শা'বী হইতে, তিনি (আবূ তালিবের কন্যা) উম্মু হানি' হইতে, তিনি বলেন, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমার নিকটে কি কিছু (খাবার) আছে ?" তাহাতে আমি বলিলাম, "না ; আমার নিকটে শুক্না বাসী রুটি ও সিরকা ছাড়া কোন খাবার নাই।" তখন তিনি বলিলেন, "আনো ; যে ঘরে সিরকা আছে সে ঘর সালন শূন্য নহে।"

(১৭৫—২৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু আল্মুসান্না. তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্নু জা'ফর, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ, তিনি রিওায়াত-

(১৭৪-২৩) এই হাদীসটী ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩।৯৬) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

এই হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি মাক্কা বিজয় দিবসে ঘটিয়াছিল।

এই হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা এই অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসের টীকায় ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

(১৭৫-২৪, ১৭৬-২৫) হাদীস দুইটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : যথাক্রমে ৩।৯৩-৯৪ এবং ৪ ৩৬৪ পৃষ্ঠাতে) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রথম হাদীসটি সাহীহ বুখারী : ৮০৫ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

النساء : রমণীকুল। এখানে 'রমণীকুল' বলিয়া 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার সমসাময়িক স্ত্রীলোকদিগকে বুঝানো হইয়াছে। বস্তুতঃ আদাম আলাইহিস সলাতু অস্সালামের যামানা হইতে কিয়ামাত পর্যন্ত যে সব স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা মহিলা হইতেছেন 'ইমরান দুহিতা মারয়াম আলাইহাস সলাতু অস্সালাম। তারপর দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছেন শেষ নাবী দুহিতা ফাতিমাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা। তারপর তৃতীয় স্থানে রহিয়াছেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রথম সহধর্মিনী খাদীজাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা। তারপর চতুর্থ স্থান হইতেছে 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাইল। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পানি কোথায়।" সে বলিল, "পানি নিকটে নাই।" তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বসতি হইতে পানি কত দূরে?" সে বলিল, "গতকাল এমন সময় পানির সাথে আমার দেখা। অর্থাৎ পানি এখান হইতে একদিন ও একরাত্রের পথ।" তার পর ঐ স্ত্রী লোকটি (ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে অথবা স্ত্রীলোক হইয়া কেন পানি আনিতে গিয়াছিল তাহার কৈফিয়ৎ হিসাবে) বলিল, "আমাদের লোকজন পশ্চাতে রহিয়াছে।" তাহারা বলিল, "আচ্ছা, সে যাহাই হউক, তুম এখন চল।" সে বলিল, "কোথায়?" তাহারা বলিল, "রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট।" সে বলিল, "রাসুলুল্লাহ আবার কে? যে লোককে পিতৃধর্ম-ত্যাগী বলা হয় সেই লোকটি?" তাহারা (তাহার কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া) বলিল, "হ্যাঁ; তুম যাহার কথা বলিতেছ তিনিই। তবে চল।"

অনন্তর তাহারা দুই জনে ঐ স্ত্রীলোকটিকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লইয়া আসিল। স্ত্রীলোকটি ঐ দুই জনের নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছিল তাহা সে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বর্ণনা করিল। অধিকন্তু সে বলিল যে, সে য়াতীম সন্তানদের মাতা। অর্থাৎ সে বিধবা এবং তাহার কয়েকজন নাবালিগ সন্তান রহিয়াছে।

'ইমরান বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদেশে তাহার উটকে বসানো হইল এবং লোকে তাহাকে উট হইতে অবতরণ করিতে বলিল। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটি পাত্র আনিতে বলিলেন। তারপর তিনি মশক দুইটির নিম্নের মুখ খুলিয়া ঐ পাত্রে কিছু পানি লইয়া মুখ দুইটি বাঁধিয়া দিলেন। তারপর ঐ পাত্রের পানি মুখে লইয়া মশক দুইটির উপরের মুখ দিয়া উহাদের মধ্যে কুল্লি করিলেন। তারপর উপরের ঐ মুখ দুইটি বাঁধিয়া দিলেন এবং নিম্নের দিকের নল খুলিয়া দিয়া লোকদিগকে ডাকিয়া বলা হইল, "তোমরা পানি পান করাও এবং প্রাণ ভরিয়া পানি পান কর।" যাহারা পান করাইবার ছিল তাহারা পান করাইল এবং যাহারা পিপাসার্ত ছিল তাহারা তৃপ্তির সহিত পানি পান করিল। তাহা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে পানি রাখিবার ছোট বড় যত পাত্র ছিল সবগুলিতেই পানি পূর্ণ করিয়া লইলাম। কিন্তু উটগুলিকে পানি পান করাই নাই। সর্বশেষে জুনুব (নাপাক) লোকটিকে এক পাত্র পানি দিয়া রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, "যাও, ইহাদ্বারা গোসল কর।"

ঐ দলে আমরা চল্লিশ জন পরিতৃপ্ত হইয়া পানি পান করিয়াছিলাম।

মহিলাটির পানি লইয়া যে কাণ্ড করা হইতেছিল তাহা সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল।

রাবী 'ইমরান বলেন, আল্লাহের কসম, মশক হইতে পানি লওয়া শেষ হইলে মনে হইতেছিল যে, উহা হইতে পানি লওয়া আরম্ভ করার সময় উহা যেরূপ পরিপূর্ণ ছিল, পানি লওয়া শেষ হইলে উহা এমন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, মশক দুইটি যেন ফাটিয়া যাইবে।

তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সকলকে বলিলেন, যাহা কিছু খাদ্য তোমাদের সঙ্গে আছে উহা হইতে কিছু কিছু তোমরা মহিলাটির জন্য সংগ্রহ কর। তখন তাহারা তাহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য—যথা রুটির টুকরা, খেজুর, আটা এবং ছাতু সংগ্রহ করিল। এই ভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত হইলে উহা এক খণ্ড কাপড়ে বাঁধা হইল। তারপর তাহারা ঐ স্ত্রীলোকটিকে উটের উপর চড়াইয়া পুঁটলিটি তাহার সামনে রাখিয়া দিল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "তুমি তো দেখিতেছ, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করি নাই। আল্লাহই আমাদিগকে পান করাইলেন।"

তারপর মহিলাটি আপন লোকের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহারা তাহার বিলম্বে পৌঁছিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, "ওহে অমুক স্ত্রীলোক, তোমাকে কিসে আটকাইয়া রাখিয়াছিল?" সে বলিল, সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা! দুইজন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা আমাকে সেই লোকটির নিকট লইয়া গেল যাহাকে লোকে পিতৃধর্ম ত্যাগী বলিয়া থাকে। অতঃপর সে এই কাণ্ড করিল। এই বলিয়া সে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বর্ণনা করিল। তারপর সে তার মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দুইটি আকাশের দিকে তুলিয়া (ও নীচে নামাইয়া) তদ্বারা আকাশ ও যমীনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "আল্লাহের কসম, লোকটি এই আর এই এর (অর্থাৎ আকাশ ও যমীনের) মানবগুলির মধ্যে হয় সব চেয়ে বড় যাদুকর অথবা তিনি যথার্থই আল্লাহের রাসুল যেমন মুসলিমরা ধারণা করিয়াও বলিয়া থাকে।"

এই ঘটনার পর মুসলিমগণ ঐ স্ত্রীলোকটির গোত্রের আশে পাশের মুশরিকদের উপর আক্রমণ চালাইত, কিন্তু ঐ মহিলাটি যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই দলটিকে আক্রমণ করিত না। তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার গোত্রের লোকদিগকে বলিল, "আমি বেশ বুঝিতেছি যে, এই সব লোকেরা ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের প্রতি আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকে। এমত অবস্থায় ইসলাম গ্রহণে তোমাদের আগ্রহ হয় কি?" ইহার পর স্ত্রীলোকটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহার গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করিল। এই ভাবে আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দিয়া ঐ দলটিকে হিদায়াত করেন।

(১) সাহীহ মুসলিম: ১। ২৪০ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।—সম্পাদক।

(২) সাহীহ মুসলিম (নাওাওী সহ), ১। ২৪০ পৃষ্ঠায় ইমাম নাওাওী 'ঐ অবস্থায়' ব্যাখ্যায় বলেন: তাঁহাদের ঘুম ও ঘুমের কারণে সালাতুল ফাজর কাযা হওয়া, তদুপরি ঐ স্থানে পানি না থাকার অভিযোগ করা হয়।

(৩) সাহীহ মুসলিম ১—২৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস হইতে জানা যায় ঐ অপর ব্যক্তিটি স্বয়ং এই হাদীস বর্ণনাকারী ইমরান ছিলেন।—সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

মূল ঃ মুস্তাফা সাবায়ী (মিসর)
অনুবাদ ঃ মওলা বখ্‌শ নদভী

সন্তান প্রতিপালন

[আজকাল প্রায় প্রত্যেক অভিভাবকের নিকট থেকে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় ছেলেমেয়েরা বড্ড বেয়াড়া হয়ে উঠছে। পিতামাতা, মুরুব্বী এবং শিক্ষকদের কথা তারা শুনতে চায় না ; যা ইচ্ছে তাই করে, যা ইচ্ছে তাই দেখে বেড়ায়, যেখানে ইচ্ছে ঘুরে ফিরে, গল্প গুজবে সময় কাটায়। তাদের চলা ফিরা অবাধ, তাদের আচরণ অনভিপ্রেত, তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনিয়ন্ত্রিত, তাদের কার্যকলাপ অসংযত।

এই অসংযত অনিয়ন্ত্রিত ও অনভিপ্রেত অবস্থার জন্য নৈরাশ্যও সর্বব্যাপক। পিতামাতা এবং সমাজের জন্য এটা একটা প্রকট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা ইউরোপ আমেরিকায় যেরূপ দেখা দিয়েছে, আরবে মিসরে এবং অন্যান্য দেশে—এমন কি আমাদের দেশেও তেমনি দেখা দিতে শুরু করেছে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের কি কোন উপায় নেই ?

ইউরোপ আমেরিকার মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজ-নায়কগণ এ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন, প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করছেন। মুসলিম সাধকগণও এরূপ আচরণের কারণ সন্ধান এবং প্রতিকার পন্থা নির্দেশিত করছেন। পাকিস্তানেও শিশুদের আদর্শ পন্থায় গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে চিন্তাশীল শিক্ষাবিদগণ ভাবতে শুরু করেছেন। এদের এই চিন্তার ফল থেকে অভিভাবকদের শিখবার অনেক উপকরণ আহরণ করা যেতে পারে।

মিসরের চিন্তাশীল লেখক মুস্তাফা সাবায়ী কর্তৃক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুলিখিত একটি মূল্যবান চিন্তাগর্ভ রচনার মুক্ত অনুবাদ এক্ষণে তর্জুমানের পাঠকগণের খিদমতে পেশ করা হচ্ছে।—সম্পাদক]

আমাদের সামাজিক সমস্যা সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হচ্ছে সন্তান প্রতিপালন এবং তাদের চরিত্র-গঠন। ছেলে মেয়েদের সামাজিক জীবনে প্রবেশ এবং বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম পারিবারিক এবং খান্দানী ট্রেণিং গ্রহণ করতে হয়।

পিতামাতার দায়িত্ব ঃ সন্তানসন্ততি সঠিক ও সৎপথে চলার তওফিক অর্জনের জন্য পিতা-মাতার কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকে। যদি সন্তান উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, তাতে ক'রে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের পিতা-মাতা উত্তম রূপে ট্রেণিং দিয়ে গড়ে তুলে তাদেরকে নিজেদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং ঋণী ক'রে রেখেছেন আর এর বিপরীত হ'লে তার দায়িত্বও তাদেরই ঘাড়ে চাপে।

একটি হাদীস ঃ ইসলামের আখেরী রাসূল (দঃ) এর মো'জেযা সমূহের মধ্যে এটাও একটা বিশেষ মো'জেযা যে, তিনি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই এক সর্বজনস্বীকৃত সত্যের ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন, যা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি ভাবতে পারেন নি। তিনি বলেছেন,

"প্রত্যেক শিশু ফিতরাত অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নি-পূজক বানায়", (তিবরানী ও বায়হকী)।

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানসিক, চারিত্রিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সন্তানের উপর তার নিজের পিতামাতার প্রভাব সর্বাধিক এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার চরিত্র এবং ট্রেণিং দানের পদ্ধতির উপর সন্তানের মানসিক গঠন এবং আচরণ নির্ভরশীল। অতি পরি-তাপের বিষয় এই যে, সন্তানদের এই গঠন পদ্ধতির দিক দিয়ে আমাদের পরিবারগুলো কোন একটা নির্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করে না, কোথাও অতি বাড়াবাড়ি, আবার কোথাও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতিশয় ঢিলামী ; কোথাও বজ্রকঠোর শাসন, আবাব কোন স্থানে অত্যন্ত আদর সোহাগ ; মধ্যবর্তী পন্থা অনেক স্থানেই অনুপস্থিত—অপরিজ্ঞাত। এরূপ বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থার জন্য আমাদের পরিবারগুলো নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং হচ্ছে : নিম্নে সেগুলির ফলাফল উল্লেখ করা হলো :

১। কোন কোন পরিবারে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন পদ্ধতির ত্রুটির ফলে তাদের ভিতর কাপুরুষতা, ভীরুতা, আত্ম-প্রত্যয়হীনতা এবং মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি করা হয়।

২। কোন কোন খান্দানের ছেলে মেয়েরা এত অধিক আদুরে ও সোহাগে হয় যে, বাঁধা ধরা কোন নিয়ম কানুনের পাবন্দী করা তাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে তাদের স্বভাব চরিত্র বিগড়ে যায় এবং তারা সোজা পথ থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

৩। আমাদের মধ্যে এমনও বহু পরিবার আছে যাদের ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন —মূর্খতা, বদতমিযী, বেআদবী এবং দুশ্চরিত্র ও আদব-কায়দাহীন পরিবেশের মধ্যে হয়ে থাকে। এ সব ছেলে-মেয়ে আদবকায়দা, ভদ্রতা, সভ্যতা কিছুই শিখবার সুযোগ পায় না পাক-পরিচ্ছন্নতা আর নাপাকী ও নোংরামীর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে জানেনা।

৪। কোন কোন পরিবারের সন্তানেরা খুব বদ-মেযাজী, অহঙ্কারী, আত্ম-সর্বস্ব ও স্বার্থপর হয়ে ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকে এবং সমাজের সুখ দুঃখের কোনই ধার ধারে না।

৫। কোন কোন পরিবারের সন্তানগণের বেশ মানসিক বিকাশ ঘটে এবং তারা ধর্মের দিকে আকৃষ্টও হয় কিন্তু তাদের দ্বীনদারী কেবল কতকগুলি ভিত্তিহীন আকীদা-বিশ্বাস এবং কাল্পনিক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ এবং তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বীনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

এমনও বহু খান্দান আছে যাদের সন্তানগণ দ্বীনের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। পিতা মাতার উপযুক্ত ট্রেণিং-এর অভাবে স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে যিনি যাকে যে ভাবে চান নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নিজের খেয়াল মাফিক স্বকীয় রঙ্গে রঞ্জিত করেন। এইরূপে বিভিন্ন ধারায় আমাদের নতুন বংশধরেরা গড়ে উঠছে। এদের ভিতর না আছে মানসিক স্থৈর্য, না আছে চারিত্রিক ও তামদ্দুনিক বিষয়ের কোন উচ্চ ধারণা! প্রত্যেকেই আপন আপন মেযায, রুচী এবং অভিরুচীর দিক দিয়ে অপর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্ন। এই বিভিন্নতাই আমাদের নবীন বংশধরদের মানসিক এবং চারত্রিক বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

—আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

www.ahlehadeethbd.org

সংবাদ পরিক্রমা

পরলোকে আল্লামা ইউসুফ কলকত্তাবী

বিগত ২৯শে আগষ্ট রাত্রি ১১ ঘটিকায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পাক-ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম, শাইখুল-হাদীস আল্লামা ইউসুফ কলকত্তাবী ইন্তিকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহি ..... রাজেউন)। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম দীর্ঘদিন কলিকাতার কলুটোলা আহলে-হাদীস জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পাকিস্তান আন্দোলনে এবং ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাকালে মুসলমানদের স্বপক্ষে তিনি বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তাঁহাকে বহু যাতনা ভোগ, কারা-বরণ এবং শেষ পর্যন্ত কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে কাদিয়ানী-বিরোধী আন্দোলনেও তিনি কারাবরণ করেন।

তফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, মুনাজেরায় তাঁহার পারদর্শিতায় তিনি মুনাজেরে ইসলাম রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। পাঞ্জাব এবং করাচীর বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি হাদীস অধ্যাপনা করেন, বহু মাদরাসা স্থাপন ও পরিচালনায় তাঁহার বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে।

১৯৬২ সালে তিনি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের আমন্ত্রণক্রমে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন এবং অপর দুইজন আলেমের সহিত বিভিন্ন জিলায় ভাষণ দেন। তাঁহার ন্যায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধি-কারী আলেমে-দ্বীনের আকস্মিক তিরোধানে সমগ্র মুসলিম সমাজের সাধারণ ভাবে এবং আহলেহাদীস জামাতের বিশেষ ভাবে যে ক্ষতি সাধিত ও শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা সত্যই অপূরণীয়।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

এবারের বন্যা ও উহার ক্ষয়ক্ষতি

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় বার্ষিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। বন্যায় প্রদেশবাসীর—বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহা অপূরণীয় আর যে দুর্ভোগ তাদের বহিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়। এবারের বন্যা যেমন ছিল বহু ব্যাপক তেমনি দীর্ঘস্থায়ী। মধ্য শ্রাবণে শুরু হইয়া প্রায় ১ মাস কাল উহা প্রদেশের ১৬টি জিলার (সরকারী রিপোর্ট অনুসারে) ১৫ শত বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত করিয়া ২১ লক্ষ একর জমির ৯০ কোটি টাকা মূল্যের ফসলের ক্ষতি সাধন করে। বন্যায় উপদ্রুত লোকের সংখ্যা ১ কোটি ২২ লক্ষ। শুধু ধানের যে ক্ষতি হইয়াছে উহার মূল্যই ৮১ কোটি টাকা।

বন্যার ফলে ২ হাজার গবাদি পশুর প্রাণহানি, ৯৫ হাজার গৃহ বিনষ্ট এবং সাড়ে ৩ লক্ষ গৃহের মারাত্মক ক্ষতি হইয়াছে। মানুষ মরিয়াছে ৪২ জন। বেসরকারী মতে মৃত্যু এবং ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী।

সরকার ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত সাড়ে ৫ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য ও সাহায্য দ্রব্য দিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সেবা কার্যে অংশ নিয়াছেন। বিদেশ হইতেও সাহায্য আসিয়াছে। সেনাবাহিনীও রিলিফ কার্যে তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন।

বন্যার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এবার আগাইয়া আসিয়া-ছেন। ঢাকায় কেন্দ্রীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সেক্রে-টারিয়েট স্থাপিত হইতেছে। ১৯৭০—৭১ সালের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে ৬টি খাতে ৩৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অনুমোদিত হইয়াছে। এখন সত্য সত্য কাজ হইলেই মঙ্গল।

www.ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org

এবারে যারা হজ্বে যাইবেন

পাক সরকারের নয়া হজ্ব নীতি ঘোষিত হইয়াছে। ঘোষণা মতে এবার ১৮,৯৫০ জন পাকিস্তানী হজ্বব্রত পালনের সুযোগ লাভ করিবেন।

গত বৎসর ১৪৫৩ জন হজযাত্রী কুয়ারেনটাইনের কারণে হজ্ব করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন এবং বহু অভাব ও দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হন। এবার তাহাদিগকে হজ্বের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং পাক সরকার তাহাদের যাতায়াতের যাবতীয় খরচ এবং হজ্বের আনুষ্ঠানিক ব্যয় বহন করিবেন। এবার রমযান মাসে ১৩০০ পূর্ব পাকিস্তানী যাত্রী লইয়া প্রথম জাহাযটি ৬ই নভেম্বর চট্টগ্রাম হইতে এবং ১২ই নভেম্বর পঃ পাকিস্তানের ১৩০০ যাত্রী লইয়া করাচী হইতে জিদ্দা অভিমুখে যাত্রা করিবে।

রমযানের পর প্রথম জাহায করাচী হইতে ৬ই ডিসেম্বর এবং চট্টগ্রাম হইতে ১৩ই ও ১৫ই ডিসেম্বর ছাড়িবে। হজ্ব গমনেচ্ছুদের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য আরাফাত ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর) দ্রষ্টব্য।

জর্দানে সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিরতি

জর্দানে সরকারী বাহিনী ও ফেলিস্তিনী গেরিলাদের মধ্যে সংঘটিত ১১ দিবস ব্যাপী আত্মঘাতী সংঘর্ষের পর কায়রোতে আরব রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে যুদ্ধ সমাপ্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিপত্রে বাদশাহ হুসেন, কমাণ্ডো নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং আরব রাষ্ট্র প্রধানগণ দস্তখত করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত জর্দান ও কমাণ্ডো শিবিরের অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। উভয় পক্ষের প্রাণহানি এবং অস্ত্র সামগ্রির ক্ষতি ইসরাইলের জন্য আনন্দ ও স্ফূর্তির খোরাক জোগাইয়াছে—নিঃসন্দেহে।

আসন্ন নির্বাচন

আগামী ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল হইতে শুরু করিয়া ভোটদানের সময়সূচীও ঘোষিত হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই উভয় পরিষদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রার্থীদের মনোনয়ন সমাপ্ত করিয়া নাম ঘোষণা করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে পি ডি পি জামাতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ এক নির্বাচনী সমঝোতায় একমত হইয়া এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য ৭৫ জনকে মনোনীত করিয়াছেন। আগামী ৬ই অক্টোবরের মধ্যে উভয় পরিষদের জন্য মনোনয়নের কাজ শেষ হইবে—আশা করা যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানে ৩টি আহলেহাদীস দলসহ ৮টি ইসলাম-পসন্দ দলের মধ্যেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মনোনয়ন প্রদানের কাজ শুরু হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে নেযামে ইসলাম এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগ এখনও যোগ দেয় নাই। ওয়ালী ন্যাপ আওয়ামী লীগের সহিত জোট গঠনে ব্যর্থ হইয়া সম্ভবতঃ অন্য কোন দলের সহিত মিলনের চেষ্টা করিতেছে। ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কথা ঘোষণা করিয়াও নির্বাচন-বিরোধী কথা উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে। ইসলামের নামে কয়েকটি ইসলামী দলের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। হিংসার মনোবৃত্তি ও বিপ্লবের হুমকী রাজনীতির অঙ্গনকে যেভাবে ত্রাসের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া চলিয়াছে তাহাতে নির্বাচনের প্রাক্কালে ও সময়ে অবস্থা কী দাঁড়াইবে বলা মুস্কিল।

পরলোকে প্রেসিডেন্ট নাসের

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব সাধারণ তন্ত্রের (মিসর) প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইন্তিকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহি.....রাজেউন)। মাত্র ২ দিন পূর্বে আরব রাষ্ট্র-প্রধানদের সহিত একত্রে জর্দান-কমাণ্ডো সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বহু দুর্নাম এবং বহু খ্যাতি অর্জনকারী প্রেসিডেন্ট নাসের মিসর, মধ্য প্রাচ্য এবং আরবরাজ্য সমূহের রাজনৈতিকগণ বহু বিপ্লব, বহু বিপর্যয়, বহু উলট পালট এবং অজস্র রক্তপাতের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী হইলেও প্রতিভাধর ও বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই রাষ্ট্র নেতার অভাব এখন মধ্যপ্রাচ্যে তীব্রভাবে অনুভূত হইবে। আমরা তাঁহার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। —মুহাম্মদ আবদুর রহমান

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যিলা ঢাকা

ডিসেম্বর মাস

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ কলিমউদ্দিন বেপারী শরিফ বাগ জামাত হইতে ফিৎরা ২০৲ ২। আবদুস সালাম মেম্বার আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৪৲ ৩। মোহাঃ মফিজউদ্দিন বেপারী আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ১৲ ৪। হাজী মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ হাফিয উদ্দিন মেম্বার তিন আনি পাড়া হইতে ফিৎরা ৬৲ ৬। মোহাঃ পীয়ার আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৭। মোহাঃ আইনুদ্দিন মোল্লা শরিফ পুর জামাত হইতে ফিৎরা ২৭৲ ৮। মোহাঃ আবদুল্লাহ খান শরিফ বাগ জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ আবদুল হক বেপারী আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ১০। মোহাঃ খেদানী বেপারী ইকুরিয়া নদিপার যাকাত ও ফিৎরা ৫৲ ১১। ইকুরিয়া পূর্ব পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ ১২। মোহাঃ মুন্সামিঞা বেপারী শরিফ বাগ জামাত হইতে ফিৎরা ১৬৲ ১৩। আবুল কাশেম ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৪। মোঃ কাজেম উদ্দিন আশুলিয়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ১৫। আলহাজ মোঃ মুসলিমউদ্দিন, সাং শরিফবাগ যাকাত ৫০৲

যিলা রংপুর

আদায় মা'রফত জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওলানা মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। চর পুন্নাইর আগ পাড়া জামাত হইতে মুন্সী মোহাঃ আবদুল জব্বার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ২। বালুয়া জামাত হইতে মোহাঃ আবদুল মালেক আখন্দ পোঃ ও যিলা ঐ ফিৎরা ৬৫৲ ৩। গোপাল পুর ২ নং জামাত হইতে মোহাঃ রহিমউদ্দিন মণ্ডল পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৪। গোপাল পুর ১ নং জামাত হইতে আবদুল মালেক প্রধান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৫। সিংজানী জামাত হইতে মোহাঃ ঈমান আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪০৲ ৬। শাখাহাটি বালুয়া জামাত হইতে মওঃ মোহাঃ সাফায়াতুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৫৲ ৭। চন্দন পাঠ জামাত হইতে মোহাঃ আবদুল করিম প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৩৫৲ ৮। খড়িয়াবাদা জামাত হইতে হাজী মোহাঃ কেরামত আলী পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৫৲ ৯। মোহাঃ আজিমুদ্দিন, খড়িয়াবাদা পোঃ ঐ এককালীন ১৲ ১০। মোহাঃ শাফায়াতুল্লাহ ও মোঃ মহিউদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১১। মাঝ গ্রাম জামাত হইতে মুন্সী মোহাঃ নয়ামিঞা মণ্ডল পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ৫৲ ১২। আমানুল্লাহ মিঞা সেরুডাঙ্গা কুঠিপাড়া, এককালীন ১১৲ ১৩। আবদুল মজিদ মিঞা সাং গিরাই এককালীন ২৲ ১৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুর র সাং নজর মামুদ এককালীন ১৲ ১৫। মোহাঃ বছির মুন্শী যাদবপুর এককালীন ৭৲ ১৬। মোহাঃ রিয়াজুল হক গিরাই এককালীন ১৲ ১৭। আবদুল জব্বার মিঞা সেরুডাঙ্গা এককালীন ৫৲ ১৮। আবদুর রহমান মিঞা সেরুডাঙ্গা এককালীন ৫৲ ১৯। আবদুল হান্নান মিঞা সেরুডাঙ্গা এককালীন ৫৲ ২০। মোহাঃ এলাহী বখশ মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ২১। মোহাঃ আবুল কাছেম মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ২২। মোহাঃ আশরাফ আলী সরকার সাং বালাটারী ছাতিয়ান-তলা এককালীন ৫৲ ২৩। শাহপুর জামাত হইতে মোহাঃ ময়েজউদ্দিন সরদার কোচাশহর ফিৎরা ২৫৲ ঐ কুরবানী ১৩৲ ২৪। মোহাঃ করিম বখশ বেপারী সাং হাবীবপুর পোঃ কোচাশহর এককালীন ১৲ ২৫। মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন আখন্দ সাং জগদীশপুর পোঃ কোচাশহর এককালীন ১৲ ২৬। দামগাছী জামাত হইতে মোহাম্মদ জয়েনুদ্দিন শাহ ফকির পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২৭। আবদুর রহীম সাং চকপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন

www.ahlehadeethbd.org

২৲ ২৮। মোহাঃ শামছুদ্দিন সাং বুড়াবুড়ি পোঃ বরিয়া হাট এককালীন ১৲ ২৯। জগদীশপুর জামাত হইতে মৌঃ মোহাঃ রইস উদ্দিন পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৫৪৲ ৩০। মৌঃ মোহাঃ রঈস উদ্দিন পোঃ ঐ যাকাত ১০৲ ৩১। মোহাঃ সিরাজুল হক আখন্দ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৩২। আবদুল কাদের সরকার মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৩৩। আবদুর রউফ মিঞা সেরুডাঙ্গা যাকাত ৬৲ ৩৪। মোহাঃ আফতাব উদ্দিন মিঞা সাং সেরুডাঙ্গা এককালীন ২৲ ৩৫। আবদুল কুদ্দুস মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৩৬। আবদুল মান্নান মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২২৲ ৩৭। মোহাঃ শামছুদ্দিন মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৬৲ ৩৮। মোহাঃ তোরাব উদ্দিন গাছু ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ৩৯। আবদুল করীম মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৪০। মোহাঃ আব্বাছ উদ্দিন গাছু ঠিকানা এককালীন ২৲ ৪১। মোঃ ওসমান গণী মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪২। আবদুল কাদের মিঞা ও বড় আজিজ ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ৪৩। মোহাঃ হোসেন আলী মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ৪৪। মোহাঃ নজরুল ইসলাম ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ৪৫। আবদুল গফুর মিঞা সেরুডাঙ্গা কোনাবাড়ী জামাত হইতে ফিৎরা ৩৩৲ ৪৬। মোহাঃ আফতাব উদ্দিন ঠিকানা ঐ জামাতের তরফ হইতে ফিৎরা ২০৲ ৪৭। থামার জামাত হইতে মোঃ কফিল উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩২৲ ৪৮। আবদুল কুদ্দুস মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৪৯। আবদুল ওয়াহেদ মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৯৲ ৫০। কুঠিপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ নূরুল ইসলাম মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১১'৫০ ৫১। মৌঃ মোহাঃ মেহের উল্লাহ ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৫২। মোহাঃ কফিল উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৫৩। মোহাঃ সৈয়দ আলী ও মোজাম্মেল ঠিকানা ঐ এককালীন ৩৲ ৫৪। আবদুর রশিদ ও আবদুর রহিম ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ৫৫। গিরাই জামাত হইতে মোহাঃ হেসাব আলী মুন্সী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৬৲ ৫৬। আবুআলী ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲

আদায় মারফত
ডাঃ মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন
সেক্রেটারী কোচা শহর ইলাকা জমঈয়ত

৫৭। মোহাঃ আহমাদ আলী মুন্সী সাং কোলপাড়া ফিৎরা ৪৲ ৫৮। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস সরকার শক্তিপুর কোচাশহর ফিৎরা ১০৲ ৫৯। হাজী মোহাঃ আজিমউদ্দিন, সাং ছয়ঘরিয়া পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৫৲ ৬০। মোহাঃ সৈয়দ আলী সাং শক্তিপুর পোঃ ঐ ফিৎরা ৮৲ ৬১। মোহাঃ ছমির উদ্দিন মুন্সী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৬২। মোহাঃ শহরউল্লা সরকার সাং সিংসা ফিৎরা ৭৲ ৬৩। মোহাঃ এলাহী বখশ প্রাং সাং বোনগ্রাম ফিৎরা ২৩৲ ৬৪। হাজী মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন সাং ছয়ঘরিয়া ফিৎরা ২০৲ ৬৫। মোহাঃ যছিমউদ্দিন খান ফিৎরা ২৲ ৬৬। ডাঃ মোহাঃ মোয়াজ্জম সাং মোনোহরপুর ফিৎরা ১৲ ৬৭। মোহাঃ ছমির উদ্দিন মুন্সী শক্তিপুর উত্তর পাড়া ফিৎরা ৫৲ ৬৮। মোহাঃ শহরউল্যাহ সরকার ফিৎরা ২৲ ৬৯। মোহাঃ কছিরউদ্দিন মুন্সী শক্তিপুর কুরবানী ৫৲ ৭০। মুন্সী মোহাঃ কছির উদ্দিন খান বাগবাটী কুরবানী ২৲ ৭১। মোহাঃ হাসান আলী মুন্সী সাং শক্তিপুর কুরবানী ৩০'৮১ ৭২। মোহাঃ আবদুস সামাদ মুন্সী সাং কানাই পাড়া কুরবানী ২৲ ৭৩। হাজী মোহাঃ ছমির উদ্দিন সাং ছয়ঘরিয়া কুরবানী ১০৲ ৭৪। মোহাঃ ছৈয়দ আলী প্রধান সাং শক্তিপুর, কুরবানী ৫৲ ৭৫। মোহাঃ সৈয়দ আলী বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৭৬। ডাঃ মোঃ তোজাম্মল হোসেন ফিৎরা ৫৲ ৭৭। মোহাঃ সিরাব আলী সরকার সাং শক্তিপুর ফিৎরা ৫৲ ৭৮। মোহাঃ শামছের আলী আখন্দ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ৭৯। মোহাঃ দিলাবত আলী মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১০৲ ৮০। মোহাঃ কছিরউদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ সিরাজুল হক
চাপাদহ, রংপুর

৮১। হাজী মোহাঃ নায়েবুল্লাহ সরকার সাং খোলাহাটী পোঃ গাইবান্দা ফিৎরা ৫০৲ ৮২। মৌঃ মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

সিরাজুল হক চাপাদাহ পোঃ কুশতলা ফিৎরা ১৩৪৲ ৮৩। বাড়াইপাড়া শাখা জমঈয়ত হইতে আঃ রউফ সরকার ফিৎরা ৫৲।

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ ফযলুল বারী
সাহেব সেক্রেটারী রংপুর যিলা জমঈয়ত

৮৪। হাজী আবদুল মজিদ সাহেব যাকাত ১০০৲ ৮৫। মারফত আবদুল আহাদ মনখানা হাউস যাকাত ১৫০৲ ৮৬। মোহাঃ আকছার উদ্দিন পোঃ জয়প্রেস যাকাত ১০০৲ ৮৭। মোহাঃ মকছুদর রহমান যাকাত ২৫৲ ৮৮। আবদুল বারী ক্লথ মার্চেন্ট যাকাত ৫৲ ৮৯। কবিরাজ মোহাঃ আকছার উদ্দিন যাকাত ১৲ ৯০। মোহাঃ আবদুল গফুর যাকাত ৪৲ ৯১। রংপুর টাউন আহলে হাদীস মসজিদ হইতে ফিৎরা ৭০৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুর রাজ্জাক সাহেব
ইমাম হারাগাছ সদাম মজিদ

৯২। মুছাম্মাৎ ফযিলা খাতুন কামদেব যাকাত ২৲ ৯৩। মৌঃ মোঃ আওয়াল সাং সরাই পোঃ হারাগাছ যাকাত ২৫৲ ৯৩। হাজী মোহাঃ তোমের উদ্দিন নয়াটারী পোঃ ঐ যাকাত ৫৲ ৯৫। মৌঃ আবদুল জব্বার ও আবদুস সাত্তার, কামদেব যাকাত ১০৲ ৯৬। মোহাঃ আনছার উদ্দিন যাকাত ৩৲ ৯৭। আবদুর রহমান মিঞা সারাই যাকাত ৫৲ ৯৮। মোহাঃ মুজ্জাম্মেল হক মিঞা সারাই যাকাত ১০৲ ৯৯। হাজী মোহাঃ মফিজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১০০। মৌঃ মোহাঃ মুখলেছুর রহমান সারাই যাকাত ৫৲ ১০১। হাজী আনিছ উদ্দিন হারাগাছ যাকাত ১০০৲ ১০২। মোহাঃ ফযলে বারী সারাই নয়াবাজার যাকাত ৫৲ ১০৩। মৌঃ মুসলেম উদ্দিন আহমাদ, হারাগাছ যাকাত ফিৎরা ২০৲।

আদায় মফরত মুন্সী মোহাঃ আবদুস সোবহান
সাহেব সাং শীবপুর পোঃ সরদারহাট

১০৪। পুস্তাইর পদ্মপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আবদুল বারী আখন্দ ফিৎরা ৫৲ ১০৫। মোহাঃ সমতুল্লা আখন্দ কোচুয়াপাড়া পোঃ কোচাশহর কুরবাণী ২৲ ১০৬। হাজী আবদুল হাকীম সাং কোচুয়াপাড়া পোঃ ঐ কুরবানী ১৲ ১০৭। দক্ষিণ খিতিবাড়ীর পক্ষ হইতে মৌঃ মোহাঃ গুল মোহাম্মদ প্রধান সাং খিতিবাড়ী কুরবানী ৩৲ ১০৮। ক্ষিতি বাড়ী জামাত হইতে এহইয়া প্রধান কুরবানী ৪৲ ১০৯। শিবপুর হাজীপাড় জামাত হইতে আবদুস সোবহান আখন্দ কুরবানী ৩০৲ ১১০। আবদুল করিম আখন্দ সাং কোচুয়া পাড়া কুরবানী ৩৲ ১১১। আবদুল গফুর আখন্দ সাং রাখাল বুরুজ পোঃ কাজলা কুরবানী ২৲।

আদায় মারফত মৌঃ আবদুল বারী আখন্দ
রঘুনাথপুরী রংপুর

১১২। আবদুর রউফ সরকার সাং রঘুনাথপুর জামাত হইতে কুরবানী ৬৲ ১১৩। মোহাঃ নয়া মিঞা মণ্ডল সাং কৃষ্ণপুর কুরবানী ২৲ ১১৪। ময়েজউদ্দিন আহমাদ সাং ঐ কুরবানী ২৲ ১১৫। মোহাঃ আব্বাছ উদ্দিন ফারাজী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১১৬। মোহাঃ মহসেন আলী শাহ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১১৭। মোহাঃ আবুল কালাম আজাদ সাং শ্যামপুর কুরবানী ৫৲ ১১৮। মোহাঃ আবদুল মাবুদ আজাদ সাং রঘুনাথপুরী যাকাত ২৲ ১১৯। মোহাঃ হাবীবর রহমান মণ্ডল সাং কৃষ্ণপুর ফিৎর ২৲ ১২০। মোহাঃ আবুল কালাম আজাদ সাং শ্যামপুর ফিৎরা ১০৲ ১২১। মোহাঃ মোস্তাজ আলী সাং রঘুনাথপুর ফিৎরা ২৲ ১২২। আবদুস সালাম মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১২৩। আবদুল কুদ্দুস মিয়া ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১২৪। আবদুল গণী মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ১২৫। আবদুর রউফ মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১২৬। আবদুল ইসলাম মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১২৭। আবদুল জলিল সরকার বড় মহানন্দ ফিৎরা ২০'৬০ ১২৮। আবদুল জলিল মিঞা সাং রঘুনাথপুর ফিৎরা ১'৫০ ১২৯। মোহাঃ নৈয়দ উদ্দিন সরকার, সাং ভগবানপুর ফিৎরা ৮৲ ১৩০। ডাঃ মোহাঃ আবদুর রহমান সরকার সাং তালুক ঘোড়াবান্দা মসজিদ ফিৎরা ২০৲ ১৩১। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাফী সাং কৃষ্ণপুর মসজিদ ফিৎরা ২৫৲ ১৩২। মোহাঃ নজলুর রহমান মণ্ডল সাং রাজনগর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিৎরা ৫৲ ১৩৩। মোহাঃ আবদুল বারী আখন্দ বড় দুর্গাপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৬৭৲ ১৩৪। ডাঃ মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী সাং বড় দুর্গাপুর কুরবানী ৪০৲ ১৩৫। মোহাঃ ফারাজ উদ্দিন প্রধান জারিয়া খান মসজিদ হইতে ফিৎরা ৩৲ ১৩৬। মোহাঃ নূরুল হোসেন মিস্ত্রী ও আজিজুর রহমান মিঞা রঘুনাথপুর মসজিদ হইতে ফিৎরা ১৲

দফতরে ও মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১৩৭। মোহাঃ সিরাজুল হক যাকাত ১০'৫০ ১৩৮। আবদুল জব্বার আখন্দ পুস্তাইর আগপাড়া মসজিদ ফিৎরা ১০৲ ১৩৯। এস, এম, আবদুল কাইউম, ক্ষেঙ্গারপাড়া পোঃ রাধিকানগর যাকাত ৩৲ ১৪০। হাজী ওয়াছিম উদ্দিন সাং ছায়াখোলা পোঃ কোকুয়া ফিৎরা ২০৲ ১৪১। মোহাঃ আবদুল কাফী সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ১০'৭০ ১৪২। হাজী মোহাঃ অনায়েতুল্যা সাং রসুলপুর পোঃ ছান্দিয়াপুর ফিৎরা ৫৲ ১৪৩। মোহাঃ হযরত আলী মণ্ডল ট্যায়াম্যাশ জমঈয়তে আহলে হাদীস চিনিরপটল পোঃ শাখাটা ফিৎরা ১০৲ ১৪৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহমান ইমাম কুপতলা জুমা মসজিদ পোঃ কুপতলা ফিতরা ৬৫৲ ১৪৫। মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাদের আখন্দ সাং রসুলপুর পোঃ ছান্দিয়াপুর ফিতরা ১৩৲ ১৪৬। শমন জামাত হইতে মোহাঃ ইদ্রিস আলী প্রধান পোঃ ধর্মপুরঃ ফিতরা ২৫৲ ১৪৭। হাজী মোঃ সিদ্দিক হোসেন সাং ও পো ধর্মপুর এককালীন ১৫৲ ১৪৮। মোহাঃ খেতাব উদ্দিন বসুনিয়া সাং থামার মনিরাম পোঃ বামনডাঙ্গা ফিতরা আদায় ৩৭৲ ১৪৯। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন তালুকদার সাং চকবার খোদা ফিতরা ১৫৲ ১৫০। হাজী মোহাঃ তমেয় উদ্দিন পাইকার সাং সারাই পোঃ হারাগাছ ফিতরা ২০৲ ১৫১ মোমাঃ আফতাব উদ্দিন মণ্ডল ভারহাট্টা পশ্চিম পাড়া মসজিদ পোঃ পদ্মগহর ফিতরা ১০৲ ১৫২। মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ফকির সেক্রেটারী বাজিত নগর জুমামসজিদ পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ৫৲ ১৫৩। আবদুল বাকী মোল্লা সাং তেলিয়ান জুমামসজিদ পোঃ বোনার পাড়া ফিতরা ৫৲ ১৫৪। মোহাঃ সোলাইমান আলী সাং জগন্নাথপুর পোঃ চাঁদপাড়া ফিতরা ৭০৲।

যিলা দিনাজপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মতীন সাহেব সাং ও পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ৮৲ ২। ডাঃ মোহাঃ মুহসিন সাহেব সাং চক বয়ালিয়া পোঃ নূরুলহুদা যাকাত ২৫৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ আবদুল হাদী (ওরফে মোঃ আনওয়ার) সাং ও পোঃ নূরুলহুদা ফিৎরা ৫৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ মসলেহ উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৫। চেংগ্রাম জামাত হইতে মারফত চান্দ মোহাম্মদ ফিৎরা ২৫৲ ৬। নওপাড়া জামাত হইতে মসির উদ্দিন আহমাদ ফিৎরা ২৫৲।

আদায় মারফত এম. এ, নূর সালাফী

৭। মুন্‌শী আবদুর রহমান সাং সোনার পাড়া এক কালীন ১'৫০ ৮। মৌঃ নূর মোহাম্মদ মণ্ডল ডাঙ্গাপাড়া জামাত হইতে কুরবানী ১০৲ ৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুল ওয়াহুদ পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ কুরবানী ৩৲ ১০। মোহাঃ এনায়েত আলী সোনার পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ১১। মোহাঃ আজহারুর রহমান নারায়ণপুর জামাত হইতে কুরবানী ৩৲ ১২। মোহাঃ আমীরউদ্দিন প্রধান রামপাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ ১৩. মোহাঃ মুয়াজ্জাম আলী জুমারপুর জামাত হইতে কুরবানী ১৲ ১৪। মওঃ আবদুন্নূর সালাফী কারমাইকেল কলেজ হইতে যাকাত ৫৲ ১৫। রামপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৬। মৌঃ আবদুল খালেক রামপাড়া যাকাত ১৲।

দফতরে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১৭। ডাঃ কেয়ামউদ্দিন আহমাদ পোঃ নাছিরগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ১৮। মোহাঃ আবদুস সাত্তার সাং খোচনা পোঃ পলাশবাড়ী যাকাত ২০৲ ১৯। মোহাঃ হাসর উদ্দিন সরকার থামার বিষ্ণু ফিৎরা ১৫৲ ২০। আযিযুর রহমান সাং আকর গ্রাম ফিৎরা ১০৲ ২১। মোহাঃ আরব উদ্দিন সরদার ফিৎরা ১০৲ ২২। মৌঃ শামছুদ্দিন আহমাদ সাং ও পোঃ টঙ্গুয়া ফিৎরা ১০৲ ২৩। মৌঃ আবদুল জাব্বার ইমাম আনারের ছড়া পোঃ ভবানীগঞ্জ ফিৎরা ৪০৲ ২৪। মওঃ মোঃ জহির উদ্দিন দিনাজপুর আহলে হাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ২০৲। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত কয়েকখানা ধর্মীয় পুস্তক

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী প্রণীত

		মূল্য
১।	আহলে-হাদীস পরিচিতি	৩'০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	
	বোর্ড বাঁধাই	২'৫০
	সাধারণ বাঁধাই	২'০০
৩।	[আযযাওউললামে উর্দূ] মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা	১'০০
৪।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৫।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬২
৬।	মুসাফাহা এক হস্তে না দুই হস্তে	'৪০
৭।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৮।	নিরুদিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৯।	ঈদে কুরবান	'৫০

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী আবদুর রহমান প্রণীত

১০।	নবী সহধর্মিণী	৩'০০

মওলানা মতীয়ুর রহমান প্রণীত

১১।	তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া [২য় খণ্ড]	৪'৫০

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ প্রণীত

১২।	নামায শিক্ষা [হুয়াইট প্রিন্ট]	'৭৫
	নিউজ প্রিন্ট	'৬২

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল প্রণীত

১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড	২'৫০

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত এবং আরাফাত সম্পাদক কর্তৃক উর্দূ হইতে অনূদিত

১৪।	সোশিয়ালিজম বনাম ইসলাম	'৫০

এবং

অন্যান্য লেখকের ইসলামী গ্রন্থ মালা

প্রাপ্তিস্থান ঃ আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth September 1970 Regd. No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org